তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন

আলোর মিছিল

চতুর্থ খণ্ড

ডঃ আবদুর রহমান রাফাত পাশা (রহ.)

তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবনকাহিনী

আলোর মিছিল

চতুর্থ খণ্ড

মূল
ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা (রহ.)

অনুবাদ
মাওলানা আসাদুজ্জামান
আলেম, ইমাম ও অনুবাদক

মাকতাবাতুল আশরাফ
[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

লেখকের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হে আল্লাহ! আমি নির্ভরযোগ্য সুনির্বাচিত
তাবেঈদেরকে এমন প্রাণ উজার করে ভালোবাসি,
যার চেয়ে অধিক ভালো আমি প্রিয় রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবীদের
ছাড়া আর কাউকেই বাসি না।
সুতরাং হে আল্লাহ! তুমি দয়া করে আমাকে
মহাত্রাসের দুর্দিনে 'এই দল' (তাবেঈগণ) অথবা
'ঐ দল' [সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)] -এর যে কোন
একজনের পাশে একটুখানি স্থান দিয়ো।
তুমি তো জানো! আমি শুধু তোমারই জন্য
তাদেরকে ভালোবাসি! ইয়া আকরামাল আকরামীন।

—আবদুর রহমান

অনুবাদকের আরয

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

আল্লাহ্পাক মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের সার্বিক কল্যাণের জন্য ইসলাম ধর্ম দিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে দ্বীন শিখে সে অনুপাতে আমল করে আল্লাহপাকের সন্তোষভাজন হয়েছেন।

তৎপরবর্তি স্তরের যে সকল সৌভাগ্যবান মানুষ হযরত সাহাবায়ে কেরামের (রাযি.) সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হয়েছেন, তাদেরকে শরীঅতের পরিভাষায় 'তাবেঈন' বলা হয়। তাদের গুনাবলী ও আখলাক অনেকটা হযরত সাহাবায়ে কেরামের মতোই ছিলো। এজন্য হযরত সাহাবায়ে কেরামের জীবন-চরিত পাঠ করলে যেমন ঈমান মযবুত হয়, আমলের আগ্রহ বাড়ে, তদ্রূপ তাবেঈদের জীবনকাহিনী পাঠেও ঈমান-আমলের উন্নতি হয়। সম্ভবত এ দিকটি লক্ষ্য করেই মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্ত্বাধিকারী যুগ সচেতন বিচক্ষণ আলেম মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান ছাহেব "আলোর মিছিল" শীর্ষক তাবেঈদের ঈমানদ্বীপ্ত জীবনকাহিনী সিরিজ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন।

এ সিরিজের দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ড অনুবাদের দায়িত্ব আমি অধমকে দেয়া হয়। দ্বিতীয় খণ্ড আজ থেকে প্রায় তিন বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়। সে সময় আমি খুবই ভীতির মধ্যে ছিলাম। কারণ সেটাই ছিলো আমার জীবনের প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ।

আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহ্ পাকের দয়া যে পাঠক সমাজ অনুবাদকে খুবই পছন্দ করেছেন। অনেকে আমাকে দু'আ দিয়েছেন, হিম্মত জুগিয়েছেন।

বর্তমান গ্রন্থ এ সিরিজের চতুর্থ খণ্ড। আমি আমার সাধ্যমত এটিকে সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। এতদ সত্ত্বেও যদি কোথায়ও কোন অসংগতি দৃষ্টি গোচর হয়, তাহলে আমাকে জানালে শুধরে নিবো।

আল্লাহ্ পাক এই নগন্য খেদমত কবুল করে এর লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠকসহ সবাইকে দুনিয়া-আখিরাতে উপকৃত করুন। আমীন!

বিনীত

আসাদুজ্জামান

উত্তরা, ঢাকা

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন কাহিনী "আলোর মিছিল" এর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ হয়েছে অনেক দিন আগেই। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডের কম্পোজ হয়ে প্রথম প্রুফ ও দ্বিতীয় প্রুফের কাজ শেষ হয়েছে তাও প্রায় বছর হতে চললো। কিন্তু ফাইনাল প্রুফ যেহেতু আমার মতো অকর্মন্যকে দেখতে হয়। তাই অনেক বেশী দেরী হয়ে গেলো। আগ্রহী পাঠক ও আমাদের শুভানুধ্যায়ীগণ যেভাবে এ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে তাকীদ দিয়েছেন, অনুরোধ করেছেন। সেটা এ যুগে একান্তই বিরল।

আলহামদুলিল্লাহ! এখন খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ট খণ্ড প্রকাশ হতে যাচ্ছে। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আর এ খণ্ডগুলোর প্রকাশনায় অনাকাংখিত বিলম্বের জন্য আমি সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

অনুবাদ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা, তাহলো এ খণ্ডগুলো নবীনদের হাতে অনূদিত হলেও সম্পাদনা যেহেতু মজবুত ভাবে করা হয়েছে। তাই এ খণ্ডগুলো পূর্বের খণ্ডগুলোর মতো সুখপাঠ্য হবে ইনশা আল্লাহ্।

এ ছাড়া "আলোর কাফেলা" যা এ লেখকের সাহাবায়ে কেরামের জীবন সম্পর্কিত গ্রন্থ। যার ১ম খণ্ড আমরা পূর্বেই প্রকাশ করেছি, অবশিষ্ট খণ্ডগুলো ও ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

মুল গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে দুটি কথা

মূল গ্রন্থকার বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক, গবেষক, লেখক মরহুম ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা (রহঃ)। মূল গ্রন্থের নাম 'সুওয়ারুম্ মিন হায়াতিত্ তাবেঈন'। লেখক তাঁর কালজয়ী এই গ্রন্থে শুধু কেবল একান্ত সত্য ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোকেই স্থান দিয়েছেন। সুতরাং আরব বিশ্বে ব্যাপকহারে সমাদৃত ও বহুল পঠিত এই রচনা সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এটি সব ধরনের বাহুল্য, ভুল ও দুর্বল তথ্য মুক্ত একটি অমর ও অনবদ্য গ্রন্থ।

এতদসত্ত্বেও উচ্চ সাহিত্যমানসম্পন্ন এ গ্রন্থের হৃদয় জুড়ানো ভাষা ও আবেগ জাগানো এক অনন্য রচনাশৈলী পাঠককে আলোড়িত করে তীব্রভাবে। পাঠক কখনো হন মুগ্ধ, কখনো আবার ভীষণ বেদনাহত। কখনো তার হৃদয় কূলে আছড়ে পড়ে অনুশোচনার ঢেউ। কখনো ভেসে যায় তার দু'চোখের কূল। লেখকের অপূর্ব বর্ণনাভংগি পাঠককে বইয়ের পাতা থেকে একটানে তুলে নিয়ে যায় সেই সুদূর অতীতে, সোনালী যুগের এক সোনালী সকালের পবিত্র আসরে। এভাবেই এ গ্রন্থের জীবনীগুলো প্রত্যক্ষ করতে থাকেন স্বচক্ষে।

এই গ্রন্থের সবগুলো খণ্ডে যেসব মহামনীষীর জীবন কথা আলোচিত হয়েছে, ইসলামে তাঁদেরকে আখ্যায়িত করা হয় 'তাবেঈন' বলে। তাঁদের নামের শেষে বলা হয় 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি'। অর্থাৎ আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাঁর রুহের উপর।

মূলতঃ এ পৃথিবীর যাবতীয় কল্যাণকর ও উত্তম আদর্শের যিনি মূর্ত প্রতীক, যিনি সততা, সাধুতা, সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণকামিতাসহ যাবতীয় উত্তম গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি মনুষ্যত্বের নির্মাতা, তিনি হলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

যুগস্রষ্টা, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক এই মহামানব মাত্র তেইশ বছরের নবী জীবনে আসমানী অহীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে গড়ে তুলেছিলেন এমন একদল মানুষ, যারা আজ পর্যন্ত এবং অনাগত ভবিষ্যতের মহাপ্রলয় পর্যন্ত এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাদুতুল্য শিক্ষা আর পরশপাথরতুল্য সান্নিধ্য যাদেরকে এনে দিয়েছিলো 'সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি'র বিরল সম্মান আর তাঁদের যুগকে দিয়েছিলো 'সোনালী যুগ'-এর আখ্যা। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ শিক্ষা ও সান্নিধ্য পাওয়ার আগ পর্যন্ত 'তাঁরা' এবং তাঁদের 'যুগ' ছিলো 'বর্বর' বলে অভিযুক্ত।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈমানদীপ্ত এইসব সহচর, যারা তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাঁর শিক্ষা ও সান্নিধ্যের ঈমানী সুবাস নিয়েই যাদের মৃত্যু হয়েছিলো, তাঁদেরকেই বলা হয় সাহাবী। তাঁদের নামের শেষে বলতে হয় রাযিয়াল্লাহু আনহু বা আনহা'। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাঁর শিক্ষায় জীবনগড়ার একমাত্র মাধ্যম ছিলেন তাঁরই হাতে গড়া সাহাবী জামা'আত।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পাওয়ার ফলে তাবেঈগণ একমাত্র মাধ্যম সেই সাহাবী জামাআতকেই আঁকড়ে ধরেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষায় আলোকিত করে তোলেন নিজেদের জীবন ও মনন। কোন তাবেঈ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য পাননি। তাঁরা পেয়েছিলেন 'আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' -এর সরাসির শিক্ষা ও সাহচর্য। এজন্যই তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর হতে পারেননি, পেরেছিলেন তাঁর সহচরদের সহচর হতে। এভাবেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পেলেও সাহাবায়ে কেরামের প্রচেষ্টায় তাবেঈদের মাঝেও নিখুঁতভাবে গড়ে ওঠে সমস্ত ঈমাণী গুণ ও বৈশিষ্ট্য। ফলে তাঁরাও দিনের আলো আর রাতের আঁধারে সমানভাবে আল্লাহকে ভয় করতেন। দুর্দিনে আর সুদিনে সমানভাবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। আমীর ও ফকীর, শাসক ও শাসিত সকলের সামনেই তাঁরা নির্ভীকভাবে হকের উচ্চারণ করতেন। এসব ঈমানী বৈশিষ্ট্যের কারণেই সাহাবীগণের পরে উম্মতের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসন তাবেঈগণের। যে কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। তিনি বলেছেন–

"আমার যুগটাই সর্বশ্রেষ্ঠ তারপর পরবর্তী যুগ তারপর তারও পরের যুগ..."

আমার ধারণা বর্তমান লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, নীচতা-হীনতা ও বর্বরতার এই ঘন অমানিশায় আচ্ছন্ন পৃথিবীতে 'আলোর মিছিল' আশার আলো ফুটাতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ!

বইটির প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করেছি। তারপরও কোন অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে, আমাদের জানানোর অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ পাক আমাদের জীবনকেও তাঁর এ সকল প্রিয় বান্দার জীবনের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনীত

তারিখ ঃ ২৯শে রজব ১৪২৭ হিজরী

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

১৩৬, আজিমপুর, ঢাকা

সূচীপত্র

বিষয় ঃ	পৃষ্ঠা
মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব (রহ.)	৯
তাউস ইবনে কায়সান (রহ.) প্রথম পর্ব	২৬
তাউস ইবনে কায়সান (রহ.) দ্বিতীয় পর্ব	৩৫
কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রহ.)	৪৭
সিলাহ ইবনে আশয়াম আদাবী (রহ.)	৬১
উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)	৭২

মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব (রহ.)

হযরত আলী (রাযি.) থেকে 'মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ (রহঃ)-এর চেয়ে অধিক ইলম হাসিলকারী এবং অধিক উপকৃত হতে আমি আর কাউকে দেখিনি।

- ইবনে জুনাইদ

মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব (রহ.)

মুহাম্মাদ ইবনে হানফিয়্যাহ (রহ.) এবং তাঁর ভাই হাসান ইবনে আলী (রাযি.) -এর মাঝে মনোমালিন্য হল। তাই মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ হাসান (রাযি.) এর উদ্দেশ্যে বলে পাঠালেন ঃ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার উপর আপনাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন...

কারণ, আপনার মা হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতেমা

অথচ আমার মা হলেন বনী হানীফার একজন সাধারণ মহিলা।

আপনার নানা হলেন আল্লাহ তা'আলার মহান রাসূল এবং তাঁর সৃষ্টি-সেরা শ্রেষ্ঠ মানব।

অথচ আমার নানা হলেন জা'ফর ইবনে কাইসের ন্যায় একজন সাধারণ মানুষ।

আমার এই চিঠি যখন আপনার হাতে পৌঁছবে, আপনি আমার কাছে চলে আসবেন এবং আমার প্রতি সদাচারী হবেন, অন্যান্য বিষয়ের মত এ ব্যাপারেও আপনার শ্রেষ্ঠত্ব অটুট থাকে।

অতঃপর তাঁর লেখা চিঠি হাসান (রাযি.) -এর হাতে আসা মাত্রই তিনি মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহর বাড়ি অভিমুখে ছুটে গেলেন এবং তাঁর সাথে ভাল আচরণ করলেন ...

শিষ্ঠচার, মেধাবী ও নম্র এই মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ কে?

এস, আমরা তার জীবন-কাহিনী শুরু থেকে আরম্ভ করি।

* * *

এ জীবন-কাহিনী শুরু হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের শেষের দিকে

একদিন আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বসেছিলেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.) বললেন ঃ

ঃ হে আল্লার রাসূল!

ঃ মনে করুন, আপনার ইন্তেকালের পর আমার একটি সন্তান হল আপনার নামানুসারে যদি আমি তার নাম রাখি এবং আপনার উপনামে তার উপনাম রাখি, তবে তা কেমন হবে ?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

ঃ অবশ্যই রাখতে পার

অতঃপর সময় আপন গতিতে বয়ে চলল

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

এর কয়েক মাস পর তার কন্যা ও কলিজার টুকরো হাসান ও হুসাইন (রাযি.) এর মাতা হযরত ফাতেমা (রাযি.)ও ইন্তেকাল করলেন।

এরপর হযরত আলী (রাযি.) বনী হানীফা গোত্রের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করলেন ...

এবং জা'ফর ইবনে কাইস হানাফিয়্যাহর কন্যা 'খাওলা' কে বিয়ে করলেন।

কিছুদিন পর খাওলা একটি নবজাত শিশু প্রসব করলেন।

হযরত আলী (রাযি.) তার নাম রাখলেন 'মুহাম্মাদ'...

এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে তার উপনাম রাখলেন আবুল কাসেম।

তবে লোকেরা তাকে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ বলেই ডাকতে লাগল। যেন তার ও ফাতেমাতুজ্জোহরা (রাযি.) -এর সন্তানদ্বয় হাসান ও হুসাইন (রাযি.)-এর মাঝে (নামের দিক থেকে) আলাদা করা যায়।

সেই থেকে তিনি মানব ইতিহাসে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ নামেই পরিচিত হয়ে গেলেন

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) -এর খেলাফতের শেষের দিকে জন্ম গ্রহণ করেন।

তিনি তার পিতা হযরত আলী (রাযি.)-এর তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠতে লাগলেন এবং তাঁর কাছ থেকেই জ্ঞান অন্বেষণ করতে লাগলেন

তাঁর কাছ থেকে তাঁর ইবাদাত এবং দুনিয়া বিমুখতা অর্জন করতে লাগলেন।

অধিকার করলেন তার শৌর্য-বীর্য।

লাভ করলেন তাঁর বাগ্মিতা ও মাধুর্যপূর্ণ কথা বার্তা

ফলে তিনি হয়ে যান জিহাদের ময়দানের একজন মহাবীর যোদ্ধা ...

লোক সমাবেশে মিম্বারে এক অনন্যবক্তা

আর রাতের আন্ধকারে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন তিনি হয়ে যান বিনিদ্র ইবাদতকারী আল্লাহওয়ালা

* * *

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.) তাকে যুদ্ধের ময়দানেই নিয়োজিত রাখলেন যে যুদ্ধে তিনি ঝাপিয়ে পড়েছিলেন

তার কাঁধে এমন সব দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন, যা তার ভাতৃদ্বয় হাসান ও হুসাইন (রাযি.) -এর বেলাতে করেননি।

তাই তিনি কখনো পরাজিত হননি

তার প্রতিজ্ঞা কখনো দুর্বল হয়নি ...

একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার পিতা হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.) সর্ম্পকে আপনার কি বক্তব্য যে, তিনি আপনাকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়োজিত রেখেছেন এবং এমন সব কষ্টদায়ক কাজে ব্যস্ত রেখেছেন যা আপনার অপর দুই ভাই হাসান ও হুসাইন (রাযি.)-এর বেলাতে করেননি

জবাবে তিনি বললেনঃ

ঃ তার কারণ এই যে, আমার ভাতৃদ্বয় আমার পিতার চোখের মণি হতে পেরেছেন

আর আমি তার বাহুদ্বয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছি ...

কাজেই তিনি তাঁর হস্তদ্বয় (তথা আমার) দ্বারা (তথা আমার ভাতৃদ্বয়কে) চক্ষুদ্বয় রক্ষা করেছেন ।

* * *

সিফফীনের যুদ্ধ...

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.)-এর এবং হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাযি.)-এর বাহিনীদ্বয়ের মধ্যকার বিভীষিকাময় যুদ্ধ...

মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ তাঁর পিতার পতাকা ধারণ করে ছিলেন

যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল

উভয় দলের লোকজন ছুটোছুটি করতে লাগল। অবশেষে পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করল যা দেখে তিনি বলেন ঃ

সিফফীনের যুদ্ধে দেখেছি আমরা মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের সৈন্যদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

আমরা পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করছি।

অতঃপর আমার মনে হল, আমাদের আর তাদের মাঝে একজন লোকও অবশিষ্ঠ থাকবে না,

ফলে যুদ্ধের পরিস্থিতিকে বীভৎস মনে হল এবং ধ্বংসাত্মক মনে হল

কিছুক্ষণ পরেই শুনতে পেলাম, কে যেন আমার পিছন থেকে চিৎকার করে বলছে ঃ

হে মুসলমানের দল! হে ঈমানদারের দল!! আল্লাহকে ভয় কর! আল্লাহকে ভয় কর !!

মহিলা ও বাচ্চাদের রক্ষার জন্য কে থাকবে ?

দ্বীন ও দ্বীনের কাজের হেফাজতের জন্য কে থাকবে?

রোম ও দায়লামের অপশক্তির বিপক্ষে কে রুখে দাড়াবে ? হে মুসলমানগণ !

হে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর,!!

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর,!!

এবং অন্যান্য মুসলমানের কল্যাণের জন্য বেঁচে থাক...!!!

অতঃপর অমি মনে মনে শপথ করলাম, আজকের পর থেকে আমার তরবারী কোন মুসলমানের বিপক্ষে কোষমুক্ত হবে না।

* * *

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.) এক অত্যাচারী পাপিষ্ঠের হাতে শাহাদাত বরণ করলেন[১] খেলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হল হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাযি.)-এর হাতে

আনুগত্যে প্রতিশ্রুতিতে সুখে দুঃখে তার সাথে থাকার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ তাঁর হাতে বায়আত করলেন

সকল বিষয়ের সংশোধনের প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

সম্মিলিত সকল ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ থাকার ওয়াদা করলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের ইজ্জত আবরু রক্ষার জন্য ওয়াদা করলেন। হযরত মুআবিয়া (রাযি.) এই বায়আতের সত্যতা ও নিষ্কলুষতা অনুভব করলেন এবং তাঁর প্রতি অত্যন্ত আশ্বস্ত হলেন, তাই তিনি মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহর সাক্ষাৎ তলব করলেন

মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহও একাধিকবার দামেস্কে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন

এবং একাধিক কারণে তাঁর সাথে দেখা করেন

* * *

একবার রোম সম্রাট হযরত মুআবিয়া (রাযি.) এর উদ্দেশ্যে লিখে পাঠালেন ঃ

---

১. আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম।

নিশ্চয়ই আমাদের সম্রাটরা একে অপরের নিকট পত্র পাঠিয়ে থাকে...

দূর্লভ বস্তুর মাধ্যমে তারা পরস্পর পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়

সুতরাং আপনি কি সম্মত হবেন তাদের মাঝে যা হয় তা আমার ও আপনার মাঝে হোক ?

হযরত মুআবিয়া (রাযি.) তার প্রস্তাবে সম্মত হলেন ...

অতঃপর রোম সম্রাট তার রাজ্যের অদ্ভুত দু'জন লোককে হযরত মুআবিয়া (রাযি.) এর উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন

তাদের একজন অতিশয় দীর্ঘকায় যেন বনের একটি বৃহৎ গাছ অথবা সুউচ্চ প্রাচীর

আর দ্বিতীয়জন মহাশক্তির অধিকারী

যেন একটি বন্য হিংস্র পশু

রোম সম্রাট তাদের সাথে একটি চিঠিতে এও লিখে দিলেন ঃ

আপনার রাজ্যে কি দীর্ঘদেহ ও শক্তির ক্ষেত্রে এতদুভয়ের সমকক্ষ কেউ আছে ?

হযরত মুআবিয়া (রাযি.) হযরত আমর ইবনে আস (রাযি.) কে বললেনঃ দীর্ঘকায় হওয়ার ক্ষেত্রে আমি তার সমকক্ষ বরং তাকে ছাড়িয়ে যাবে এমন লোককে ও পেয়েছি ...

সে হল কাইস ইবনে সা'দ ইবনে উবাদাহ। কিন্তু শক্তির ক্ষেত্রে তার সমকক্ষ খুঁজে বের করার জন্য আমি আপনার মতামত চাচ্ছি ...

হযরত আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন ঃ

এজন্য দু'জন লোক আছে। কিন্তু তাঁরা আপনার থেকে অনেক দূরে থাকেন

তাদের একজন হলেন মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ (রহ.) এবং অন্যজন হলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.)।

হযরত মুআবিয়া (রাযি.) বললেন ঃ

মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ আমাদের চেয়ে বেশী দূরে নন।

হযরত আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন ঃ

কিন্তু আপনি কি মনে করেন, তিনি এই সুউচ্চ মর্যাদা ও গৌরবের আসনে সমাসীন হওয়া সত্ত্বেও লোক সম্মুখে রোম সাম্রাজ্যের একজন সাধারণ লোকের সাথে শক্তির মোকাবেলা করতে রাজী হবেন ?

হযরত মুআবিয়া (রাযি.) বললেন ঃ

ইসলামের মর্যাদার প্রশ্ন হলে অবশ্যই তিনি এটা কেন বরং এর চেয়ে বেশী করবেন।

* * *

যখন প্রতিযোগীতার আসর বসল তখন কাইস ইবনে সা'দ দাঁড়ালেন এবং তিনি তার পায়জামা খুলে শক্তিশালী রোম সাম্রাজ্যের সেই লোকটির দিকে ছুঁড়ে মারলেন এবং তাকে তা পরতে বললেন।

লোকটি পায়জামাটি পরে নিল

পায়জামাটি লোকটির বক্ষদেশ ঢেকে নিল

উপস্থিত লোকজন হাসিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

এদিকে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ দোভাষীকে বললেন ঃ

রোম সম্রাজ্যের লোকটিকে বলুন, যদি সে চায় তো সে বসতে পারে আর আমি দাঁড়াব এবং সে তার হাত বাড়িয়ে দিবে

অতঃপর ক্ষমতাবলে হয়ত আমি তাকে বসা থেকে দাঁড় করাব অথবা সে আমাকে দাঁড়ানো থেকে বসাবে।

অথবা যদি সে চায় সে দাঁড়াবে আর আমি বসে থাকব।

রোম সাম্রাজ্যের লোকটি বসে থাকার পথটিকেই বেছে নিল।

মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ লোকটির হাত ধরে দাঁড় করিয়ে ফেললেন কিন্তু লোকটি তাঁকে বসাতে অপারগ হল।

ফলে রোম সাম্রাজ্যের লোকটির মনে আত্মসম্মান বোধ জেগে উঠল। সে দাঁড়িয়ে গেল এবং মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ বসলেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ তার হাত ধরে এমন টান দিলেন যেন তা কাধ থেকে ছিড়ে যাবে

তিনি লোকটিকে মাটিতে বসিয়ে দিলেন

পরাজয় ও অপমানের গ্লানি নিয়ে রোম সাম্রাজ্যের লোক দু'টি তাদের সম্রাটের নিকট ফিরে গেল।

* * *

সময় তার নিজস্ব গতিতে বয়ে চলল

হযরত মুআবিয়া (রাযি.), তার সন্তান ইয়াযীদ ও মারওয়ান ইবনে হাকাম তাদের রবের সাক্ষাতে চলে গেলেন (ইন্তেকাল করলেন)।

খেলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হল আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের উপর।

সে নিজেকে খলীফাতুল মুসলিমীন দাবী করে বসল এবং সিরিয়াবাসী তার হাতে বায়আত গ্রহণ করল।

অথচ হিজায ও ইরাকের অধিবাসীগণ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) এর হাতে বায়আত গ্রহণ করল

এবং উভয় দলই যারা তাদের হাতে বায়আত গ্রহণ করেনি তাদেরকে বায়আত গ্রহণ করার জন্য আহবান করতে লাগল...

সেই সাথে তাদের প্রত্যেকেই লোকদের মধ্যে নিজেকে খেলাফতের অধিক যোগ্য মনে করতে লাগল

অতঃপর দ্বিতীয়বারের মত মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল তৈরী হল। এদিকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাকে তার হাতে হিজাযের অধিবাসীদের ন্যায় বায়আত গ্রহণ করার জন্য আহবান করতে লাগলেন

কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহর নিকট একথা অস্পষ্ট ছিল না যে, এ বায়আত তার কাঁধে অনেকগুলো বোঝা চাপিয়ে দেবে।

তার একটি হল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) এর হাতে বায়আত করার ফলে তাঁর অধীনে থেকে তরবারী কোষমুক্ত করতে হবে এবং বিরোধীদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে

অথচ তার বিরোধীরা মুসলমান, চিন্তা-ভাবনা করেই যারা অন্যজনের হাতে বায়আত গ্রহণ করেছে

আর কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিই সিফফীনের সেই বিভীষিকাময় দিনটির কথা ভুলে যায়নি

খুব বেশি দিন হয়নি, এখনও তাঁর কানকে আবিষ্ট করে আছে সেই দৃপ্ত স্থির বেদনাভরা কণ্ঠস্বর

যে তার পেছন থেকে ডেকে বলছে ঃ

হে মুসলমানগণ!

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ।

হে মুসলমানগণ !

মহিলা এবং শিশুদের রক্ষার জন্য কে থাকবে ?

দ্বীন ও দ্বীনের কাজের হেফাজতের জন্য কে বেঁচে থাকবে ?

এ সকল কথা কখনো ভুলে থাকার নয়

অতঃপর তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) কে বললেন ঃ আপনি নিশ্চিতভাবে জানেন এ ব্যাপারে আমার কোন উদ্দেশ্য বা চাওয়ার কিছু নেই

আমিতো মুসলমানদের দলভুক্ত একজন সাধারণ মানুষ

যখন তারা সম্মিলিত ভাবে আপনাকে অথবা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে নির্বাচিত করবে, আমি তাদের নির্বাচিত ব্যক্তির হাতেই বায়আত করব

কিন্তু এখন আমি অপনার হাতে বায়আত করতে পারছি না

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের হাতেও বায়আত করছি না

অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) কখনো তার সাথে নমনীয় আচরণ করছেন, আবার কখনো তার সাথে রুক্ষ ও উপেক্ষামূলক আচরণ করছেন

* * *

অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বেশ কিছু লোক মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহর সাথে যোগ দিল। লোকেরা তাঁর মতকেই সমর্থন করল এবং তাদের নেতৃত্বের ভার তাঁর হাতে অর্পণ করল

দেখতে দেখতে এ সকল লোকের সংখ্যা সাত হাজারে উন্নীত হল, এরা ফিৎনা থেকে সরে থাকাকে প্রাধান্য দিচ্ছিলেন

এবং নিজেদেরকে জ্বলন্ত আগুনের ইন্ধন বানাতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিল....

যতই মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহর অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল ততই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) এর ক্রোধ বৃদ্ধি পাচ্ছিল

এবং তিনি তার হাতে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহকে বায়আত গ্রহণ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে লাগলেন।

অতঃপর যখন তিনি এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়লেন তখন তিনি মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ এবং তাঁর সহযোগী বনীহাশেম এবং অন্যান্য লোকদের মক্কার গিরিপথে আবদ্ধ করে রাখার আদেশ জারী করলেন এবং তাদের জন্য প্রহরী নিযুক্ত করে দিলেন।

সেই সাথে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ এবং তার সহযোগীদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

আল্লাহ তা'আলার শপথ, হয়তো তোমরা বায়আত করবে নয়ত আমি তোমাদের আগুনে পুড়িয়ে মারব

অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের ঘরে আটকে রাখলেন, এবং তাদের ঘরের দেয়াল পর্যন্ত ইন্ধন জমা করলেন

সেই ইন্ধনের একটিতে একটু আগুনের ছোঁয়া লাগার সাথে সাথে সবাই পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

এ সময় তাঁর অনুসারীদের একটি দল আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রাযি.)-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল ঃ

আমাদের ছেড়ে দাও, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.)-এর বিরুদ্ধে লড়ব এবং লোকদেরকে এ বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করব।

তখন মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ (রহ.) বললেন ঃ

তবে কি আমরা নিজেদের হাতেই বিশৃঙ্খলার আগুন জ্বালাব। অথচ এ থেকে বাঁচার জন্যই আমরা এ পথ বেছে নিয়েছি।

এবং আল্লাহ তা'আলার রাসূলের সাহাবী এবং তাদের সন্তানদের বিরুদ্ধে লড়ব ?

না, আল্লাহর শপথ! আমি এমন কোন কাজ করব না, যার কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ক্রোধান্বিত হবেন।

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ (রহ.) এবং তাঁর সহযোগীদের প্রতি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.)-এর কৃত এ মন্দ আচরণের খবর আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নিকট পৌঁছল। তিনি তাদেরকে তার দিকে আকৃষ্ট করার জন্য একেই সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন।

আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান দূত মারফত তার নিকট একটি পত্র লিখলেন, যদি তিনি তার কোন সন্তানকে লক্ষ্য করে লিখতেন, তবে কখনোই তিনি এত নমনীয়ভাবে সম্বোধন করে লিখতেন না।

চিঠির বিষয়বস্তু ছিল ঃ

আমি জানতে পেরেছি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) আপনাকে এবং আপনার সংগীদেরকে গিরিপথে বন্দী করে রেখেছেন

আপনার প্রতি অন্যায় আচরণ করেছেন

আপনার অধিকার ক্ষুণ্ন করেছেন

অথচ সিরিয়ার দরজা আপনার সামনে উন্মুক্ত। সিরিয়াবাসী আপনাকে এবং আপনার সংগীদেরকে স্বাগত জানাবে ও প্রসস্ত মনে গ্রহণ করবে

আপনি এর যেখানে খুশী অবস্থান করুন।

সিরিয়াবাসীদের আপনি আপনার পরিবারের মত পাবেন।

এর প্রতিবেশীদেরকে একান্ত ব্যক্তি হিসেবে পাবেন।

আপনি আমাদেরকে আপনার অধিকার সম্পর্কে সচেতন পাবেন

এবং ইনশাআল্লাহ আপনার প্রতি সদাচারী পাবেন।

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ (রহ.) এবং তার সহযোগীরা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন

তারা সিরিয়ার উত্তর প্রদেশ 'আবলা' নামক স্থানে অবস্থান করলেন

'আবলার' অধিবাসীরা তাদেরকে সসম্মানে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিল এবং তাদেরকে নিজেদের প্রতিবেশী হিসেবে গ্রহণ করে নিল

তারা মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহকে তার আন্তরিক ইবাদাত ও সত্যিকার দুনিয়ার নির্মোহতার কারণে ভালবাসল

তিনি তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতে লাগলেন

অসৎ কাজ থেকে বাঁধা দিতে লাগলেন

মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ তাদের মাঝে ইসলামের নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করতে লাগলেন এবং ঝগড়া বিশৃঙ্খলার মিমাংসা করতে লাগলেন...

কোন মানুষকেই অন্যের প্রতি জুলুম করতে দিচ্ছিলেন না

এ সংবাদ আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নিকট পৌঁছলে তার কাছে তা কষ্টদায়ক হল

তিনি তার একান্ত ব্যক্তিদের কাছে পরামর্শ চাইলে তারা তাকে পরামর্শ দিল ঃ

ঃ আপনি তাঁর আচরণ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হওয়ার কারণে আমরা মনে করি না যে, আপনি তাকে আপনার রাজ্যে অবস্থান করতে দেবেন

হয়তো তিনি আপনার হাতে বায়আত করবেন

অথবা তিনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানেই ফিরে যাবেন।

অতঃপর আব্দুল মালিক তাঁর উদ্দেশ্যে লিখলেন ঃ

আপনি আমার রাজ্যে এসেছেন এবং এর একাংশে অবস্থান করছেন

আর খলীফা হওয়া নিয়ে যে দ্বন্দ্ব আমার ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) -এর মাঝে বিদ্যমান তা চলছে ...

অথচ মুসলমানদের হৃদয়ে আপনার প্রতি একটি ভিন্ন মর্যাদা ও অবস্থান রয়েছে।

আমি মনে করি, আমার হাতে বায়আত গ্রহণ করে তবেই আপনি আমার রাজ্যে অবস্থান করবেন।

যদি আপনি আমার হাতে বায়আত গ্রহণ করেন তবে ইনআম স্বরূপ আপনার জন্য থাকবে গতকালই 'কালজাম' থেকে আসা একশত জাহাজ। ও তার মাঝে বিদ্যমান সবকিছু

এর সাথে আরো থাকবে দিরহাম এবং আপনি আপনার নিজের জন্য, আপনার সন্তানদের জন্য, আপনার আত্মীয়দের জন্য, আপনার অধীনস্তদের জন্য এবং আপনার সহযোগীদের জন্য যা চাবেন তা

আর যদি এতে অস্বীকৃতি জানান তবে এমন কোথাও চলে যান যেখানে আমার কোন ক্ষমতা নেই ...

আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের চিঠির জবাবে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ লিখলেন ঃ

মুহাম্মাদ ইবনে আলীর পক্ষ থেকে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নিকট

আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক

নিশ্চয়ই আমি ঐ আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই।

পরসমাচার সম্ভবত আপনি আমাকে ভয় করছেন

এবং আপনি এ ব্যাপারে আমার মৌলিক অবস্থান সম্পর্কেও জানেন

আল্লাহ তা'আলার শপথ, যদি সমগ্র জাতিও সম্মিলিত হয়ে আমার পাশে জড়ো হয়। আর একটি কবীলা তাদের থেকে আলাদা থাকে তবে কখনোই আমি মেনে নেব না।

এবং সেই কবীলার বিরুদ্ধেও লড়ব না

আমি মক্কায় ছিলাম, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) চেয়েছেন, আমি তার হাতে বায়আত গ্রহণ করি। যখন আমি অস্বীকৃতি জানালাম, তিনি আমার সংগীদের সাথে মন্দ আচরণ করলেন।

অতঃপর আপনি চিঠি লিখে আমাকে সিরিয়ায় অবস্থানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, তাই আমি আপনার রাজ্যের এক দূর দিগন্তে অবস্থান করেছি, কারণ স্থানটির মূল্য কম এবং শাহী দরবার থেকে দূরে

এরপর আমাকে আপনি যা লেখার তাতো লিখেছেনই

ইনশাআল্লাহ আমি এখান থেকে চলে যাব

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ (রহ.) তার লোকজন ও পরিবার পরিজনদের নিয়ে সিরিয়া থেকে ফিরে চললেন

তিনি যেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন সেখান থেকেই তাঁকে বের করে দেয়া হচ্ছিল। তাঁড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল।

তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। এরই মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ভিন্ন আরেক দুশ্চিন্তা দিয়ে পরীক্ষা নিতে চাইলেন। যা ছিল তার জন্য আরো কষ্টদায়ক ও বেদনাদায়ক

তার অনুসারীদের মধ্যে যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে ...

কিছু সংখ্যক লোক যাদের মস্তিস্কে আছে উদাসীনতা...

তারা বলতে লাগল ঃ

নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আলী (রাযি.) এবং তার পরিবারের বক্ষে অনেক সুপ্ত জ্ঞান, ধর্মীয় নীতিমালা এবং শরীয়তের বহু আহকাম গচ্ছিত রেখে গেছেন।

সে সব বিষয় সম্পর্কে তিনি তার পরিবারের সদস্য ব্যতিত কাউকে অবহিত করেননি

সুতরাং জ্ঞানী ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ব্যক্তি মাত্রই এ কথা বুঝতে সক্ষম হবেন যে, এ কথাগুলো কতোটা বিপথগামিতার দিকেই উদ্বুদ্ধ করবে এবং ইসলাম ও মুসলমানদেরকে কতটা ক্ষতি ও অমঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যাবে ...

তাই মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ তার লোকদেরকে সমবেত করলেন।

মহান আল্লাহ তা'আলার স্তুতি, মহিমা ও প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করলেন

অতঃপর তিনি সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন

ঃ কেউ কেউ মনে করে, আমাদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন ইলম আছে যা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু আমাদেরকেই অবহিত করেছেন...।

যার ব্যাপারে আমরা ছাড়া আর কেউ অবগত নয়

আল্লাহর শপথ, আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই উভয় দিকের মলাটের মাঝে যা আছে তার উত্তরাধিকারী হয়েছি। এ কথা বলে তিনি কুরআনুল কারীমের দিকে ইংগিত করলেন।

যে এ কথা মনে করে যে, আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব ছাড়া অন্য কিছু আছে যা আমরা পড়ে থাকি, সে বিভ্রান্তিতে ডুবে আছে।

* * *

তার কিছু অনুসারী তাকে সালাম দিয়ে বলল ঃ

ঃ হে মাহ্দী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক

মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ বললেন ঃ

ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই আমি কল্যাণের দিশারী

আর ইনশাআল্লাহ তোমরাও তারই দিশারী হবে ...

কিন্তু তোমাদের কেউ যখন আমাকে সালাম দিবে তখন সে আমাকে আমার নাম ধরে ডেকে বলবে ঃ

হে মুহাম্মাদ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ ও তার সাথীদের দুশ্চিন্তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি

কারণ, আল্লাহ তা'আলা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কর্তৃক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) এর নিহত হওয়ার ইচ্ছা করলেন

যেন সকল মানুষ আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের হাতে বায়আত গ্রহণ করতে পারে

অল্পদিন পরেই মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের উদ্দেশ্যে লিখলেন ঃ

এই চিঠি মুহাম্মাদ ইবনে আলী (রাযি.) এর পক্ষ থেকে আমীরুল মু'মিনীন আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের উদ্দেশ্যে

যাই হোক, আমি যখন দেখলাম খেলাফতের বিষয়টি আপনার হাতেই চলে গেছে এবং লোকেরা আপনার হাতে বায়আত করেছে, তখন আমি তাদেরই একজন। সুতরাং হিজাযে নিযুক্ত আপনার গভর্ণরের হাতে আমি আপনার নামে বায়আত গ্রহণ করলাম

এবং আপনার নিকট আমার এই লিখিত বায়আত প্রেরণ করলাম

আবারও আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

যখন আব্দুল মালিক এই চিঠি তার সঙ্গীদের সামনে পাঠ করল, তারা বলল ঃ

মুহাম্মাদ ইবনে হানফিয়্যাহ যদি আপনার অনুগত্যের বিষয়টিকে ক্ষুণ্ন করতে চাইতেন এবং এ ব্যাপারে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চাইতেন তবে তিনি তা পারতেন

এবং তাঁর বিরুদ্ধে আপনার করার কিছুই ছিল না

সুতরাং আল্লাহ ও তার রাসূলের আশ্রয় ও নিরাপত্তার অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে লিখুন তাঁকে বা তাঁর সাথীদের কাউকে বিরক্ত বা স্থানচ্যুত করা হবে না।

অতঃপর আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহর উদ্দেশ্যে তাই লিখলেন

এবং হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে এ মর্মে আদেশ দিলেন যেন সে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহকে সম্মান করে, তাঁর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং তাঁর সেবার প্রতি বিশেষ নজরদারী করে

কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ এরপর বেশিদিন বাঁচেননি

আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ও তাঁকে সন্তোষভাজন করে সাক্ষাতের জন্য মনোনীত করলেন

* * *

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহর কবরকে আলোকোজ্জ্বল করুন, এবং তাঁর আত্মাকে বেহেশ্‌তে সজিব রাখুন

কারণ, তিনি সে সব ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, যারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করাকে পছন্দ করতেন না,

এবং মানুষের মাঝে নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করাকে পছন্দ করতেন না।

* * *

তাউস ইবনে কায়সান (রহ.)

প্রথম পর্ব

'তাউস ইবনে কায়সানের ন্যায়
আমি আর কাউকে দেখিনি'
- আমর ইবনে দীনার

তাউস ইবনে কায়সান (রহ.)

প্রথম পর্ব

তিনি হেদায়েতের পঞ্চাশটি তারকার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলেন। তাই আলোক মালা তাকে ঢেকে নিল। তার উপর তা ঠিকরে পড়ল

একটি আলো তার হৃদয়ে

একটি আলো তার বাগ্মিতায় ...

একটি আলো তার সামনে

*   *   *

মুহাম্মাদী শিক্ষাঙ্গনের মহান ছাত্রদের পঞ্চাশ জন থেকে ইল্‌ম অর্জন করে তিনি ফারেগ হলেন

ঈমানের দৃঢ়তায় ...

সত্যবাদিতায়ও ...

পার্থিব বিষয়বস্তুর উপর পরকালকে প্রাধান্য দেয়ায় ...

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিজেদের উৎসর্গ করায় ...

হক্বের বাণীকে স্পষ্ট ভাবে বলে দেয়ায়, চাই তাঁর মূল্য যতই বেশী হোক না কেন তাঁরা রাসূল হবে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের প্রতিকৃতি

কারণ, মুহাম্মাদী শিক্ষাঙ্গণ তাঁদের শিক্ষা দান করেছে যে, কল্যাণকামিতাই হল দ্বীন।

আল্লাহ তা'আলার জন্যে, তাঁর কিতাবের জন্যে, তাঁর রাসূলের জন্যে, মুসলমানদের ইমামের জন্যে এবং সকল মানুষের জন্যে কল্যাণকামিতায়।

অভিজ্ঞতা তাদের এই শিক্ষা দিয়েছে যে সকল প্রকার সংশোধনের সূচনাই হয়ে থাকে নেতৃত্ব হবে.....

এবং তার নিকটেই এর সমাপ্তি হয়

যখন রক্ষক শুধরে যাবে, অীধনস্তরাও শুধরে যাবে

আর রক্ষক যখন বিনষ্ট হবে অধিনস্তরাও বিনষ্ট হবে

তাঁদের অন্যতম হলেন যাকওয়ান ইবনে কায়সান যাকে 'তাউস'(ময়ূর) নামে ডাকা হয়। কারণ তিনি ফকীহদের মাঝে ময়ূরতুল্য ছিলেন এবং তার যুগের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন।

*   *   *

তাউস ইবনে কায়সান ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন।

ইয়ামানের শাসনভার তখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ভাই মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সাকাফীর হাতে।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের অত্যাচার যখন বেড়ে চলল এবং তার শক্তি বৃদ্ধি হল, তখন ইয়ামানের শাসক হিসেবে সে তার ভাইকে সেখানে পাঠাল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) এর আন্দোলনের বিরুদ্ধে তার বিজয়ের পর তার সম্পর্কে লোকদের ভীতি আরো তীব্রতর হল।

মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ তার নিজের মাঝে হাজ্জাজের অনেক খারাপ স্বভাবকে স্থান দিয়েছে। কিন্তু হাজ্জাজের ভাল গুণাবলীর কোনটাই সে অর্জন করেনি।

এক শীতের সকালে তাউস ইবনে কায়সান ও ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফের দরবারে প্রবেশ করলেন

আসন গ্রহণের পর তাউস (রহ.) তাকে উপদেশ, সৎকাজে উৎসাহ এবং পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করতে লাগলেন...

সমস্ত লোক তার সামনে উপবিষ্ট....

তখন শাসক এক দ্বাররক্ষীকে বলল ঃ

হে বৎস! তায়লাসান [১] নিয়ে এস এবং আবু আব্দুর রহমানকে তা পরিয়ে দাও

দ্বাররক্ষী একটি মূল্যবান তায়লাসান নিয়ে এল এবং তা তাউস (রহ.) এর কাঁধে পরিয়ে দিল

তাউস (রহঃ) উপদেশ দিয়েই চললেন

এবং সেই সাথে এভাবে তার কাঁধ নাড়াতে লাগলেন যে, তায়ালাসানটি তার কাঁধ থেকে নীচে পড়ে গেল। এবং তিনি উঠে দাঁড়ালেন ও ফিরে চললেন।

ক্রোধের তীব্রতায় মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফের চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে গেল এবং লজ্জায় চেহারা রক্তিম হয়ে গেল।

১। মূল্যবান সবুজ জামা যা বিশেষ ব্যক্তিদের পড়ানো হয়।

কিন্তু সে তাঁকে কিছু বলল না

তাউস ও তাঁর সঙ্গী দরবারের বাইরে এলে ওহাব (রহ.) তাউস (রহ.)কে বললেন ঃ

আল্লাহর শপথ; আমি তার ক্রোধের পরিণতির পরোয়া করি না।

কিন্তু আপনার কি এমন ক্ষতি হতো যদি আপনি তার তায়লাসানটি গ্রহণ করে বিক্রি করে গরীব অসহায়দের মাঝে তার মূল্য দান করে দিতেন।

তাউস (রহ.) বললেন ঃ তুমি তো এটাই বলবে।

কিন্তু আমি যদি এই কথার ভয় না করতাম যে, আমার পরে উলামাগণ বলবে

তাউস (রহ..) যেমন শাসকের উপঢৌকন গ্রহণ করেছেন আমরাও গ্রহণ করবো

কিন্তু তারা তা গ্রহণ করার পর তুমি যা বললে তা করবে না।

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ তাউস (রহ.) এর থেকে কোন ভাবেই হোক প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উদগ্রীব ছিল।

অতঃপর সে তাকে ধরার জন্য জাল পাতল সাতশত স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি প্রস্তুত করল।

তার একান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে সে এ কাজের জন্য নির্বাচন করল এবং বলল ঃ

এ থলি নিয়ে তুমি তাউস ইবনে কায়সানের কাছে যাও এবং তা গ্রহণ করার জন্য কৌশল অবলম্বন কর।

যদি সে তোমার কাছ থেকে তা গ্রহণ করে তবে আমি তোমার উপঢৌকন বাড়িয়ে দিব, তোমাকে কাপড় পরাব এবং তোমাকে আমার কাছেরমানুষ করে নেব।

লোকটি স্বর্ণ মুদ্রায় পূর্ণ থলি নিয়ে তাউস (রহ.) -এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল

এবং ‘সানআর’ কাছাকাছি ‘জানাদ’ নামক গ্রাম যেখানে তাউস (রহ.) বসবাস করতেন সেখানে এসে হাজির হল

যখন সে তাউস (রহ.) এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম দিল এবং তাঁর প্রতি হৃদ্যতা প্রকাশ করে বলল ঃ

ঃ হে আবু আব্দুর রহমান! মহামান্য আমীর মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ এই উপঢৌকন আপনার জন্য পাঠিয়েছেন।

তাউস (রহ.) বললেন ঃ

এর কোন প্রয়োজন নেই।

উপঢৌকন গ্রহণ করাবার জন্য সকল প্রকার কৌশলের আশ্রয় সে গ্রহণ করল। কিন্তু তাউস (রহ.) তা নিতে অস্বীকৃতি জানালেন।

এবং যুক্তি পেশ করলেন ...

লোকটি ফিরে যাচ্ছিল।

হঠাৎ তাউস (রহ.)-এর অন্যমনস্কতার সুযোগে ঘরের ছোট জানালা দিয়ে সেই থলিটি ছুড়ে দিয়ে সে চলে গেল।

আমীরের নিকট ফিরে গিয়ে বলল ঃ

হে মহামান্য আমীর! তাউস থলিটি গ্রহণ করেছেন।

মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ এতে আনন্দিত হল এবং নিরব থাকল।

এভাবে কিছুদিন যাবার পর তার লোকদের মধ্যে দু'জন লোককে তাউস (রহ.) এর কাছে পাঠাল।

তাদের সাথে থলি নিয়ে আসা ব্যক্তিটিও ছিল।

এবং তাদেরকে তাউস (রহ.) এর নিকট গিয়ে এ কথা বলতে বলা হলঃ যে, আমীরের দূত ভুল করে অন্যর কাছে প্রেরিত থলি আপনাকে দিয়ে ফেলেছে ...

আমরা আপনার কাছ থেকে তা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।

এবং প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তর করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

তাউস (রহ.) বললেন ঃ

আমি আমীরের নিকট থেকে কোন উপঢৌকন গ্রহণ করিনি যে, তা ফিরিয়ে দেব।

দূতদ্বয় বলল ঃ অবশ্যই আপনি গ্রহণ করেছেন।

তাউস (রহ.) থলে নিয়ে আসা ব্যক্তিটির দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আমি কি তোমার কাছ থেকে কিছু নিয়েছি ?!

লোকটি ভয় পেয়ে গেল বলল ঃ কখনো নয়

আপনার অগোচরে আমি স্বর্ণমুদ্রার থলিটি এই ছোট জানালা দিয়ে ভেতরে রেখে গিয়েছি।

তাউস (রহ.) বললেন ঃ তোমাদের সামনেই সেই ছোট জানালা। তোমরা সেখানেই খুঁজে দেখ।

তারা খুঁজে দেখল থলিটি যেমন ছিল তেমনই পড়ে আছে।

আর মাকড়সা তার উপর জাল বুনেছে ...

দূতদ্বয় তা নিয়ে আমীরের নিকট ফিরে গেল।

* * *

যেন আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ থেকে এ কাজের প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা করলেন।

লোকসম্মুখে তার প্রতিদান দিতে চাইলেন।

কিন্তু কি করে তা হল ?

তাউস ইবনে কায়সান বর্ণনা করেন

একবার আমি হজ্জ ব্রত পালনের ইচ্ছায় মক্কায় ছিলাম। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাকাফী আমাকে ডেকে পাঠাল। তার কাছে যাওয়ার পর সে আমাকে অভিবাদন জানাল ।

আমাকে তার কাছে বসালো

হেলান দেয়ার জন্য আমার দিকে বালিশ এগিয়ে দিল

অতঃপর হজ্জ ও অন্যান্য বিষয়ের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আমার কাছে জানতে লাগল

আমরা আলাপরত, ইত্যবসরে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ বায়তুল্লাহর তাওয়াফরত এক ব্যক্তিকে লাব্বাইক লাব্বাইক বলতে শুনল

তার সুউচ্চ আওয়াজ সকল হৃদয়কে আন্দোলিত করে তুলছে

হাজ্জাজ বলল ঃ এই তালবিয়া পাঠকারীকে আমার কাছে নিয়ে এস তাকে হাজ্জাজের নিকট নিয়ে এলে হাজ্জাজ বলল ঃ

তুমি কে ?

লোকটি বলল ঃ আমি একজন সাধারণ মুসলমান।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ বলল ঃ

আমি তোমাকে সে কথা জিজ্ঞেস করিনি। বরং আমি তোমার শহর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি।

লোকটি বলল ঃ আমি ইয়ামান থেকে এসেছি।

হাজ্জাজ বলল ঃ তোমাদের আমীরকে (অর্থাৎ সে তার ভাই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল) কেমন দেখে এসেছো?

লোকটি বলল ঃ আমি তাকে পরাক্রমশালী, বিশাল দেহী বিলাসী ও অধিক আরোহণকারী, অতিমাত্রায় গমনাগমনকারী দেখে এসেছি।

হাজ্জাজ বলল ঃ আমি তোমার কাছে এসব বিষয় জানতে চাইনি।

লোকটি বলল ঃ তবে আপনি আমার কাছে কি জানতে চান ?

হাজ্জাজ বলল ঃ তোমাদের মাঝে তার চরিত্র কেমন তা জিজ্ঞেস করছি। লোকটি বলল ঃ আমি তাকে অত্যাধিক অত্যাচারী হিসেবেই জানি, এবং সৃষ্টির অনুগত ও স্রষ্টার অবাধ্য বলেই চিনি

সভাসদবৃন্দের সামনে লজ্জায় হাজ্জাজের চেহারা লাল হয়ে গেল।

হাজ্জাজ লোকটিকে বলল ঃ

তার ব্যাপারে একথা বলার সাহস তোমাকে কে দিল ? তার সাথে আমার কী সর্ম্পক তুমি কি তা জান ?

লোকটি বলল ঃ তার সাথে আপনার যে সর্ম্পক তার চেয়ে আমার সাথে আল্লাহ তা'আলার সর্ম্পক আরো গভীর

আমি তাঁর গৃহে এসেছি ...

তার নবীর সত্যায়ন করছি ...

তার ঋণ পরিশোধ করছি ...

অতঃপর হাজ্জাজ নিশ্চুপ হয়ে গেল এবং কোন প্রতি উত্তর করতে পরল না

তাউস (রহ.) বলেন ঃ

অতঃপর লোকটি বিদায়ের অনুমতি নেয়ার কোন প্রয়োজন মনে না করেই সেখান থেকে ফিরে চলল

তারপরই আমি দাঁড়ালাম এবং মনে মনে ভাবলাম; লোকটি সৎ আমি তার অনুসরণ করব এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে যাওয়ার আগেই তাকে ধরব

অতঃপর তাঁর পিছু নিলাম। তাঁকে পেলাম তিনি বায়তুল্লাহ্‌র কাছে চলে এসেছেন এবং কা'বা শরীফের গিলাফ ধরে প্রাচীরের সাথে তাঁর গন্ডদেশ লাগিয়ে দু'আ করছে ন ঃ

হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি...

এবং তোমার কাছেই অবলম্বন প্রার্থনা করছি ...

তোমার বদান্যতায় আমাকে তুমি নিশ্চিন্ত কর

কৃপনদের বাঁধাবিপত্তি থেকে তোমার বিস্তৃত সহায়তায় আমাকে সন্তুষ্ট কর

আত্মপূজারীদের হাত থেকে আমাকে বে-নিয়ায রাখ

হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশু মুক্তি কামনা করছি এবং তোমার প্রাচীন সৌহার্দ্য তলব করছি ...

অতঃপর জনস্রোত তাকে আমার চোখের আড়াল করে দিল।

তাউস (রহ.) বলেন ঃ আমি ভাবলাম, এরপর তাঁর সাথে হয়ত আমার আর দেখা হবে না ।

আরাফার দিন রাতে আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি লোকদের সাথে চলছেন, আমি যখন তার কাছে গেলাম তখন তিনি বলছিলেন ঃ

হে আল্লাহ ! তুমি আমার হজ্জ আমার শ্রম , আমার ক্লান্তি এসব কিছু কবূল না করার কারণে আমার কষ্টের পারিশ্রমিক থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত করো না

অতঃপর আবার লোকের ভিড়ে চলে গেলে

এবং রাতের অন্ধকার তাঁকে আমার কাছে থেকে আড়াল করে দিল।

যখন তাঁর সাক্ষাতের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে গেলাম তখন বললাম ঃ

হে আল্লাহ ! তুমি আমার ও তার দুআ কবুল কর এবং আমার ও তার আশা পূর্ণ কর ...

কিয়ামত দিবসে আমাকে ও তাকে অবিচল রাখ

এবং হে মহাঅনুগ্রহকারী ! আমাকে তার সাথে হাওজে কাউসারের নিকট একাত্রিত করো।

* * *

মহান তাবেঈ যাকওয়ান ইবনে কায়সান (রহ.) এর সাথে আরেকটি সাক্ষাত হবে।

যিনি তাউস নামে পরিচিত। আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে সন্তুষ্ট এবং তাকে অন্যান্যদের কাছে সন্তোষ ভাজন করেছেন এবং চিরস্থায়ী জান্নাতকে তার ঠিকানা বানিয়েছেন।

তাউস ইবনে কায়সান

[উপদেশদাতা ওদিশারী]

দ্বিতীয় পর্ব

হে আবু আবদুর রহমান! সপ্নযোগে আমি আপনাকে দেখলাম আপনি কা'বা শরীফে নামায আদায় করছেন, আর নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে আপনাকে লক্ষ্য করে বলছেন ঃ হে তাউস! তুমি তোমার হৃদয়ের দ্বার খুলে দাও এবং তোমার ইল্‌মকে বিতরণ কর।

-মুজাহিদ

তাউস ইবনে কায়সান
দ্বিতীয় পর্ব

খলীফাতুল মুসলিমীন সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিক বায়তুল্লাহর পাশে কাবা শরীফের নিকটে তাবু স্থাপন করলেন।

তিনি তার বাসনা পূরণের জন্য ব্যাকুল হয়ে দ্বাররক্ষীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

আমাদের জন্য একজন আলেম খুঁজে নিয়ে এস, যিনি আমাদেরকে ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান দান করবেন এবং আল্লাহ তা'আলার এই সম্মানিত দ্বীন সম্পর্কে আমাদের উপদেশ দিবেন।

দ্বাররক্ষী সমাগত হাজীদের কাছে গিয়ে আমীরুল মুমিনের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করল।

সমবেত লোকদের তরফ থেকে তাকে বলা হল ঃ

এই তো তাউস ইবনে কায়সান, যিনি সমকালীন ফকীহ সম্রাট, আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠ। তুমি তাকেই নিয়ে যাও।

দ্বাররক্ষী তাউস (রহ.) এর কাছে গিয়ে বলল ঃ হে শায়খ! আমীরুল মুমিনের ডাকে সাড়া দিন।

তাউস (রহ.) কাল বিলম্ব না করে আমীরুল মুমিনীনের দেয়া ডাকে সাড়া দিলেন।

কারণ, তিনি মনে করেন, আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বানকারীদের যে কোন সুযোগকেই গণীমত মনে করা উচিত।

কল্যাণকর যে কোন পদক্ষেপের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া উচিত।

তিনি আরো মনে করেন, সর্বোৎকৃষ্ট বাক্য তাই, যার মাধ্যমে বাদশাহদের বক্রতার সংশোধন হয়!।

যার মাধ্যমে অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে তাদের দূরে রাখা যায়।

যার মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যভাজন করা যায়।

* * *

তাউস (রহ.) দ্বাররক্ষীর সাথে চললেন।

তিনি আমীরুল মুমিনীনের নিকট পৌঁছলেন,

খলীফাকে শুভেচ্ছা জানালেন। খলীফাও তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন। স্বাগত জানালেন এবং তাঁর কাছে বসালেন।

অতঃপর খলীফা হজ্জের বিভিন্ন মাসয়ালা সম্পর্কে তাউস (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

তাউস (রহ.) ধৈর্য্য ও গাম্ভির্যের সাথে তার সকল কথা মন দিয়ে শুনছিলেন এবং উত্তর দিচ্ছিলেন

তাউস (রহ.) বলেনঃ

আমি যখন বুঝলাম আমীরুল মুমিনীনের কথা শেষ, জিজ্ঞাসা করার মত আর কিছুই নেই, তখন আমি মনে মনে নিজেকে সম্মোধন করে বললামঃ হে তাউস! এটা এমন এক বৈঠক যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন।

অতঃপর আমি খলীফার দিকে মনোনিবেশ করে বললাম ঃ

হে আমীরুল মুমিনীন! জাহান্নামের তলদেশে এমন গভীর কুপ আছে যার মুখে একটি পাথর ছেড়ে দিলে তা সত্তর বৎসর পর তার তলদেশে গিয়ে স্থির হয়েছে।

হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি জানেন জাহান্নামের এই অতল গহ্বর আল্লাহ তা'আলা কাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন?

চিন্তা ভাবনা ছাড়াই খলীফা জবাব দিলেন ঃ না।

অতঃপর সচকিত হয়ে পুনরায় বললেন ঃ

তুমি ধ্বংস হও! কার জন্য প্রস্তুত করেছেন?

তাউস (রহ.) বললেন ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা তা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করেছেন যাকে তিনি তার শাসনকার্যে অংশীদার করেছেন। অতঃপর সেই শাসক অত্যাচারে লিপ্ত হয়েছে।

এ কথা শুনে খলীফা সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিক এমনভাবে কাঁপছিলেন যে, আমি ভাবলাম হয়ত এখনই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন

এবং তিনি এত কাঁদছিলেন যেন তার কান্নার শব্দ হৃৎপিণ্ডের বন্ধন ছিড়ে ফেলবে

অতঃপর আমি তাকে রেখে ফিরে চলে এলাম।

খলীফা তখন বারবার আমার জন্য উত্তম প্রতিদানের দু'আ করছিলেন।

* * *

উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তাউস ইবনে কায়সান (রহ.) এর নিকট বলে পাঠালেন ঃ

হে আবু আবদুর রহমান! আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

তাউস (রহঃ) এক লাইনের একটি চিঠিতে লিখলেন।

"যখন আপনি চান যে আপনার সকল কাজই মঙ্গলজনক কাজ হোক তখন সৎলোককে কাজে নিয়োগ দিন। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয চিঠি পড়ার পর বললেন ঃ

উপদেশের জন্য এটাই যথেষ্ট

উপদেশের জন্য এটাই যথেষ্ট

* * *

খেলাফতের দায়িত্ব হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের হাতে যাওয়ার পর তাউস ইবনে কায়সান (রহ.) এর সাথে তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

তার একটি হল ঃ

খলীফা হিশাম হজ্জের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফ আসলেন। মসজিদে হারামে অবস্থানকালে তিনি মক্কায় অবস্থানকারী তার একান্ত ব্যক্তিদের বললেন ঃ আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের থেকে একজনকে খুঁজে নিয়ে এস।

তারা খলীফাকে বলল ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! সাহাবায়ে কেরাম তো একের পর এক তাদের রবের সাক্ষাতে চলে গেছেন। তাঁদের আর কেউই এখন বেঁচে নেই।

খলীফা বললেন ঃ তাহলে তাবেঈদের থেকে একজনকে নিয়ে এস।

অতঃপর তাউস ইবনে কায়সান (রহ.)কে আনা হল।

তিনি খলীফার নিকট প্রবশে করলেন। তাঁর জুতো জোড়া খলীফার গালিচার পাশেই খুলে রাখলেন।

তাঁকে 'আমীরুল মুমিনীন' সম্মোধন না করে সালাম দিলেন।

উপনাম না বলে তার নাম ধরে ডাকলেন

বসার অনুমতি দেয়ার পূর্বে বসে পড়লেন

হিশাম ক্রোধে ফেটে পড়ছিল এবং ক্রোধের তীব্রতা তার দু'চোখে প্রকাশ পাচ্ছিল।

তা এজন্য যে, তার আচরণে স্পষ্ট আস্পর্ধা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং সভাসদবৃন্দ ও অন্যান্যদের সামনে তার মর্যাদায় আঘাত প্রকাশ পাচ্ছিল।

অল্পক্ষণ পরেই খলীফার মনে পড়ল তিনি মসজিদে হারামে অবস্থান করছেন

তিনি ক্রোধকে দমন করে হযরত তাউস (রহ.)কে বললেন ঃ

হে তাউস! কিসের কারণে আপনি এ ধরণের আচরণ করলেন ?

হযরত তাউস (রহ.) বললেন ঃ আমি কি করেছি ?

খলীফা পুনরায় রেগে বললেন ঃ আপনি আমার গালিচার পাশেই জুতো জোড়া খুলে রাখলেন ।

'আমীরুল মুমিনীন' সম্মোধন করে আমাকে সালাম দেননি.....

নাম ধরে আমাকে ডেকেছেন। উপনাম ব্যবহার করেননি...

অতঃপর আমার অনুমতি ছাড়াই বসে পড়েছেন।

হযরত তাউস (রহ.) দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন ঃ

আমি আপনার গালিচার পাশে জুতো খুললাম অথচ আমার মহান রবের সামনে প্রতিদিন পাঁচবার জুতো খুলি। তবুও তিনি আমাকে ধিক্কার দেন না এবং আমার উপর রাগ করেন না।

আর আপনি বললেন, আমি আপনাকে আমীরুল মুমিনীন সম্মোধন করে কেন সালাম দেইনি। তার কারণ ঃ

সকল মুমিন আপনার খিলাফতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট নয়।

যদি আপনাকে আমি আমীরুল মুমিনীন বলে ডাকতাম তাহলে আমি নিজের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হওয়ার আশংকা করতাম

আর আপনার উপনাম ব্যবহার না করে আপনার নাম ধরে ডাকার যে ক্রটি আপনি ধরেছেন

তার কারণ আল্লাহ তা'আলা সকল নবীদেরকে তাদের নাম ধরেই ডেকেছেন।

হে দাউদ

হে ইয়াহইয়া ...

হে ঈসা ...

এবং তার শক্রুদের বেলায় উপনাম ব্যবহার করেছেন ...

تَبَّتْ يَدَا أَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ

['আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হোক এবং সে ধ্বংস হবেই।']

আর আপনি বললেন ঃ আমাকে অনুমতি দেয়ার আগেই আমি বসে পড়েছি।

আমি আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন ঃ

যদি তুমি জাহান্নামের একটি লোককে দেখতে চাও, তাহলে ঐ উপবিষ্ট ব্যক্তিকে দেখ যার সামনে একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে ...

আমি চাই না জাহান্নামের সেই ব্যক্তি আপনিই হোন

হিশাম লজ্জিত হয়ে নীরবে মাথা নীচু করে থাকল। অতঃপর মাথা তুলে বলল ঃ

হে আবু আব্দুর রহমান! আমাকে উপদেশ দিন।

অতঃপর তাউস (রহ.) বললেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.)কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন ঃ

নিশ্চয়ই জাহান্নামে বিশাল স্তম্ভের ন্যায় দীর্ঘকায় সর্প আছে ...

খচ্চরের ন্যায় বড় বড় বিচ্ছু রয়েছে ......

সেগুলো প্রত্যেক এমন শাসককে দংশন করবে, যারা তাদের প্রজাদের মাঝে ন্যায় বিচার করেনি।

এরপর তাউস (রহ.) ফিরে চলে গেছেন।

*　　*　　*

যেমনিভাবে হযরত তাউস (রহ.)-সেচ্ছায় উপদেশ ও দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য কোন কোন শাসকের কাছে যেতেন

আবার কোন কোন শাসককে হেয় ও তিরস্কার করার জন্য তার থেকে মুখ ফিরিয়েও নিতেন।

তার ছেলে বর্ণনা করেন ঃ

এক বছর পিতার সাথে ইয়ামান থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা এক শহরে পৌছালাম। সেখানে ইবনে নুজাইহ নামে এক শাসক ছিল;

সে বড়ই ঘৃণ্য শাসক ছিল

সত্যের বিরুদ্ধে দুঃসাহস দেখাতো ...

এবং বাতিলের মাঝে ডুবে থাকতো

আমরা নামায আদায় করার জন্য শহরের মসজিদে গেলাম।

এদিকে ইবনে নুজাইহ আমার পিতার আগমনের খবর জানতে পেরে মসজিদে এসে হাজির হল।

এবং তাঁর সামনে বসে তাকে সালাম দিল।

কিন্তু আমার পিতা তার সালামের উত্তর দিলেন না, বরং উল্টো তার দিকে পিঠ করে বসলেন।

অতঃপর সে আমার পিতার ডান দিকে এসে তার সাথে কথা বলতে চাইল। আমার পিতা মুখ ফিরিয়ে নিলেন

আবার সে বাম দিকে এসে কথা বলতে চাইল। আমার পিতা এবারও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

এটা দেখার পর আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তার দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে সালাম দিলাম এবং বললাম ঃ

নিশ্চয়ই আমার পিতা আপনাকে চিনতে পারেননি।

ইবনে নুজাইহ বলল ঃ আপনার পিতা অবশ্যই আমাকে চিনতে পেরেছেন।

আর তিনি আমার সাথে যে আচরণ করলেন তাতো আপনি দেখলেন।

অতঃপর সে নীরবে চলে গেল। কিছুই বলল না।

বাড়িতে ফিরে আসবার পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

হে নির্বোধ! এদের অনুপস্থিতিতে তো খুব কঠোর ভাষায় এদের নিন্দা কর, অথচ তারা সামনে এলেই নম্রভাষী হয়ে যাও-এটা কি মুনাফেকী নয় ?

* * *

মহান তাবেঈ তাউস ইবনে কায়সান (রহ.) এর উপদেশ শুধুমাত্র খলীফা ও আমীরদের জন্যই সীমিত ছিল না, বরং যার জন্যই প্রয়োজন অনুভব করতেন বা আগ্রহ বোধ করতেন তাকেই তিনি তার উপদেশাবলী প্রদান করতেন।

আতা ইবনে রবাহ (রহ.) বলেন ঃ

অপ্রত্যাশিত ভাবেই এক বৈঠকে হযরত তাউস ইবনে কায়সান (রহ.) এর সাথে দেখা হয়ে গেল। হযরত তাউস (রহ.) বললেন ঃ

ঃ হে আতা! ঐ ব্যক্তির কাছে তোমার প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করো না, যে তোমার মুখের উপর তার দরজা বন্ধ করে দেয়

এবং তোমার পিছনেই দ্বাররক্ষী নিয়োগ করে।

বরং ঐ সত্ত্বার কাছে চাও, যিনি তার সকল দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

আবার তুমি তার নিকট চাও এটাও তিনি চান

এবং তিনি পূরণ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন

* * *

হযরত তাউস (রহ.) তার ছেলেকে লক্ষ্য করে বলতেন ঃ

হে বৎস! জ্ঞানীদের সংশ্রব গ্রহণ কর তাহলে তোমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করা হবে যদিও তুমি তাদের অন্তুর্ভূক্ত নও।

মুর্খদের সংশ্রব গ্রহণ করো না। যদি তা কর তাহলে তোমাকে তাদের মাঝে গণ্য করা হবে। যদিও তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত নও।

জেনে রেখ, প্রত্যেকটি বস্তুর একটি লক্ষ্যও উদ্দেশ্য থাকে। মানুষের লক্ষ্য হল তার রবের ঋণ পরিশোধ করা এবং চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন করা।

হযরত তাউস (রহ.) এর ছেলে আবদুল্লাহ তাঁর পিতার তত্তবধানেই প্রতিপালিত হন।

তাঁর চরিত্রে চরিত্রবান হন

এবং তার আদর্শে আদর্শবান হন

একবার আব্বাসী খলীফা আবু জা'ফর মানসুর হযরত তাউস (রহ.) এর ছেলে আব্দুল্লাহ ও হযরত মালেক ইবনে আনাস (রহ.) কে সাক্ষাতের জন্য ডেকে পাঠান।

তারা উভয়ে দরবারে প্রবেশ করে খলীফার কাছে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন ...

খলীফা আবদুল্লাহ ইবনে তাউস (রহঃ) এর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আপনার পিতা আপনাকে যেসব কথা বলেছেন তার কিছু আমাকে বলুন।

আবদুল্লাহ (রহ.) বললেন ঃ

আমার পিতা বর্ণনা করেন কিয়ামতের দিবসে ঐ ব্যক্তি কঠিন শাস্তিতে

নিপতিত হবে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে তার রাজত্বে অংশীদার করেন। অতঃপর সে তার শাসনকার্যে জুলুমের অনুপ্রবেশ ঘটায়।

হযরত মালেক ইবনে আনাস (রহঃ) বলেন ঃ

আবদুল্লাহ (রহ.) -এর এ কথা শোনার পর তার রক্ত আমার কাপড়ে লাগতে পারে ভেবে আমি আমার কাপড় গুটিয়ে নিলাম।

কিন্তু আবু জা'ফর কিছু সময় নীরব থাকলেন। কিছুই বললেন না।

অতঃপর আমরা সালাম দিয়ে চলে আসলাম।

* * *

তাউস ইবনে কায়সান (রহ.) একশ কিংবা তার চেয়ে কয়েক বছর বেশী জীবন লাভ করেন।

কিন্তু বার্ধক্য তাঁর স্বচ্ছ মেধা, সুক্ষ্ম চেতনাশক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে কোন প্রকার প্রভাব ফেলতে পারেনি।

আবদুল্লাহ শামী বর্ণনা করেন ঃ

আমি হযরত তাউস (রহ.) এর কাছ থেকে জ্ঞান অন্বেষণের জন্যে তাঁর বাড়িতে গেলাম। কিন্তু আমি তাকে চিনতাম না ...

যখন আমি দরজার কড়া নাড়লাম, এক বৃদ্ধ আমার কাছে বেরিয়ে এলেন, আমি তাকে সালাম দিয়ে বললাম ঃ

আপনি কি তাউস ইবনে কায়সান ?

বৃদ্ধ বললেন ঃ না, আমি তাঁর ছেলে।

আমি বললাম ঃ আপনি যদি তার ছেলে হয়ে থাকেন তবে এটা নিশ্চিত যে বার্ধক্যের কারণে আপনার পিতার জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। অথচ তার অগাধ জ্ঞান থেকে উপকৃত হবার জন্য আমি অনেক দূরত্ব পাড়ি দিয়ে এসেছি ...

বৃদ্ধ বললেন ঃ ধ্বংস হও ...

আল্লাহ তার কিতাবের ধারকদের বুদ্ধি কখনো বিলুপ্ত করেন না। তুমি তাঁর কাছে যাও ...

অতঃপর আমি তার কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে বললাম ঃ

আমি আপনার কাছে এসেছি আপনার ইলমের প্রত্যাশী ও আপনার মূল্যবান উপদেশাবলীর প্রতি আগ্রহী হয়ে।

হযরত তাউস (রহ.) বললেন ঃ প্রশ্ন কর বক্তব্য সংক্ষেপ কর।

আমি বললাম ঃ ইনশাআল্লাহ যথা সম্ভব আমি বক্তব্য সংক্ষেপ করতে চেষ্টা করব।

হযরত তাউস (রহ.) বললেন ঃ তুমি কি চাও আমি তোমার কাছে তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল এবং কুরআনুল কারীমের সারমর্ম তুলে ধরব ?

আমি বললাম ঃ অবশ্যই চাই ...

হযরত তাউস (রহ.) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলাকে এভাবে ভয় কর যে, তার চেয়ে অন্য কিছুর ভয় তোমার বেশী থাকবে না এবং তার কাছে এভাবে প্রত্যাশা কর যা তোমার ভয়ের চেয়ে অধীক হবে।

আর মানুষের জন্য তুমি তাই পছন্দ করবে যা তুমি তোমার নিজের জন্য পছন্দ কর।

*　　*　　*

একশ ছয় হিজরীর জিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ রাতে বৃদ্ধ তাউস ইবনে কায়সান (রহ.) চল্লিশতম হজ্জ্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে অন্যান্য হাজীদের সাথে আরাফা থেকে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

মুযদালিফার পবিত্র ভূমিতে তিনি তাঁর যাত্রা বিরতি করলেন এবং এক সাথে মাগরিব ও ঈশার নামায আদায় করলেন।

অতঃপর কিছুটা বিশ্রামের জন্য তিনি যমীনে তাঁর শরীর এলিয়ে দিলেন...

এরই মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যু তার নিকট হাজির হয়ে গেল।

তিনি মৃত্যুর সাথে সাক্ষাত করলেন স্বদেশ ও স্বপরিবার থেকে দূরে, ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় আল্লাহর প্রতিদানের একান্ত প্রত্যাশায়...

এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে সদ্যভূমিষ্ট নবজাত শিশুর ন্যায় অপরাধ মুক্ত হয়ে

সূর্যোদয় হল।

লোকেরা তাকে সমাহিত করতে চাইল

কিন্তু লোকের ভীড়ের কারণে তার লাশ বাইরে আনা সম্ভব হল না

অতঃপর মক্কার আমীর একদল সেনা মোতায়েন করলেন, তাদের কাজ হলো তারা লোকদেরকে লাশ থেকে দূরে রাখবে

ফলে তাকে দাফন করা সহজ হল

অসংখ্য মানুষ তার জানাযায় শরীক হল যার সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

নামায আদায়কারীদের দলে খলীফাতুল মুসলিমীন হিশাম ইবনে আব্দুল মালিকও উপস্থিত ছিলেন ।

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রহ.)

'খলীফা নির্বাচনের বিষয়টি যদি আমার হাতে থাকত তাহলে আমি কাসেম ইবনে মুহাম্মাদকে খেলাফতের দায়িত্বে নিয়োগ করতাম'

- উমর ইবনে আব্দুল আযীয

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রহ.)

তুমি কি ঐ মহান তাবেঈর জীবন কাহিনী শুনেছো ?

যিনি এমন এক যুবক, যাঁর মাঝে চারিত্রিক উৎকর্ষতার সব কিছুরই সমাবেশ ঘটেছিল। উত্তম গুনাবলীর কিছুই তাঁর থেকে ছুটে যায়নি।

তার পিতা আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) এর ছেলে মুহাম্মাদ

তার মাতা পারস্যের শেষ সম্রাট "কিসরা ইয়াযদাজুরদ" এর কন্যা...

তার ফুফু উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)

সবচেয়ে বড় কথা এতদসত্ত্বেও তার মাথায় তাকওয়া ও ইলমের মুকুট শোভা পাচ্ছিল

তুমি কি মনে কর এসব মর্যাদার উর্ধ্বে আরো কোন সম্মান আছে; যার জন্য প্রতিযোগিতাকারীরা প্রতিযোগিতা করবে ?

তিনি হলেন কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর সিদ্দীক (রহ.)।

মদীনার সাতজন ফকীহর অন্যতম

সমকালীন ব্যক্তিদের মধ্যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ

তীক্ষ্ণ মেধাশক্তির অধিকারী

তাকওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ়...

এসো আমরা শুরু থেকে তার জীবনকাহিনী শুনি।

*　　*　　*

খলীফা হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাযি.)-এর খেলাফতের শেষের দিকে কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) জন্ম গ্রহণ করেন

কিন্তু ছোট্ট এই শিশুটি যখন হাঁটি হাঁটি পা পা করছিলেন ঠিক তখনই মুসলিম দেশগুলোতে কঠিন ফিৎনার ঝড় প্রবাহিত হল

ইবাদতে নিমগ্ন, দুনিয়া বিরাগী খলীফা হযরত উসমান (রাযি.) পবিত্র কুরআনের সামনে তার শরীর এলিয়ে দিয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.) এবং সিরিয়ার আমীর মুআবিয়া হযরত ইবনে আবু সুফিয়ান (রাযি.)-এর মাঝে এক বড় ধরণের বিরোধ দেখা দিল

ভয়াবহ আতঙ্কিত-পর্যায়ক্রমে সংঘটিত ঘটনাবলীর মাঝে

ছোট্ট এই শিশুকে তার বোনসহ মদীনা থেকে মিসর নিয়ে আসা হল

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.)-এর পক্ষ থেকে তাদের পিতা মিসরের গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ার পর তারা পিতার নিকট এলেন।

অতঃপর সে এই ভয়ঙ্কর ফিৎনার থাবাকে তার পিতা পর্যন্ত বিস্তার হতে দেখল, যা তার পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করল

হযরত মুআবিয়া (রাযি.) এর লোকজন মদীনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আবার তাকে মিসর থেকে মদীনায় নিয়ে আসা হল এবং সে পিতা-মাতা হারিয়ে অসহায় ইয়াতীম হয়ে গেল।

* * *

শান্তির এ সফরের এবং তৎপরবর্তী সময়ের ফিৎনা সম্পর্কে কাসেম (রহ.) নিজেই বর্ণনা করেন ঃ

মিসরে আমার পিতা শহীদ হবার পর আমাকে ও আমার ছোট্ট বোনকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার চাচা আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আসলেন

তিনি আমাদের মদীনায় নিয়ে গেলেন

সেখানে পৌঁছার সাথে সাথে আমার ফুফু উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) আমাদের কাছে লোক পাঠালেন

এবং আমাদেরকে চাচার বাড়ী থেকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন

এবং আমাদেরকে তাঁর আশ্রয়ে লালন পালন করলেন

কোন পিতা-মাতাকে তার চেয়ে বেশী স্নেহপ্রবণ আমি দেখিনি...

এবং এতো অধিক মমতাময়ী পাইনি

তিনি তার হাতে আমাদের খাইয়ে দিতেন, কিন্তু আমাদের সাথে খেতেন না

আমাদের খাবার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকতো, তবে তিনি তাই খেয়ে নিতেন

দুগ্ধপোষ্য শিশুর উপর দুগ্ধদানকারী মায়ের মত তিনি আমাদের আগলে রাখতেন

তিনি আমাদের গোসল করিয়ে দিতেন

আমাদের চুল আঁচড়ে দিতেন

ধবধবে সাদা কাপড় আমাদের পড়াতেন

সব সময়েই আমাদেরকে কল্যাণমূলক কাজের প্রতি উৎসাহ দিতেন এবং তা করার শিক্ষা দিতেন

অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করতেন এবং তা বর্জনে উদ্বুদ্ধ করতেন

আমাদের উপযোগী কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াত আমাদের শেখাতেন

আমাদের বোধগম্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন হাদীস আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন

উভয় ঈদেই তিনি আমাদের প্রতি আরো বেশী স্নেহময়ী ও মমতাময়ী হয়ে যেতেন

আরাফার রাতে আমার চুল কামিয়ে দিতেন

এবং আমাকে ও আমার বোনকে গোসল করিয়ে দিতেন

সকাল হলে আমাদের নতুন কাপড় পড়িয়ে দিতেন

ঈদের নামায পড়ার জন্য আমাদের মসজিদে পাঠাতেন

আমরা ফিরে এলে আমাকে ও আমার বোনকে একত্র করে আমাদের সামনে কুরবানী করতেন

*   *   *

একদিন তিনি আমাদেরকে সাদা কাপড় পরালেন। অতঃপর আমাকে তাঁর এক জানুতে বসালেন

এবং আমার বোনকে তার অন্য জানুতে বসালেন

এর পূর্বেই তিনি আমার চাচা আব্দুর রহমানকে ডেকেছিলেন

চাচা প্রবেশ করার পর আমার ফুফু তাকে সালাম দিলেন। অতঃপর তার সাথে কথা বলতে লাগলেন

তিনি আল্লাহ তা'আলার স্তুতি জ্ঞাপন করলেন এবং তার যথার্থ প্রশংসা করলেন

এর পূর্বে এবং পরে কোন নারী-পুরুষকে তার চেয়ে সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলতে দেখিনি

এতটা সুমিষ্টভাষী হয়ে কথা বলতে দেখিনি

অতঃপর তিনি আমার চাচাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

হে ভাই! এই শিশুদুটিকে আমি আপনার কাছ থেকে আমার কাছে নিয়ে আসার পর থেকে দেখছি আপনি আমাকে এড়িয়ে চলেন।

আল্লাহর শপথ, আপনার উপর বড়াই করার জন্য আমি এটা করিনি। আপনার ব্যাপারে কোন অসৎ চিন্তাও আমার ছিল না

আপনি তাদের যত্নে ক্রুটি করবেন এ ধরণের নিচু ধারণাও আমার ছিল না...

কিন্তু আপনার একাধিক স্ত্রী

আর ছোট ছোট এই শিশু দুটি নিজে নিজের কাজ করে নিতে পারবে না...

তাই আমি শঙ্কিত ছিলাম আপনার স্ত্রীরা তাদের থেকে এমন কোন আচরণ পাবে যা তাদের সহ্য করা কষ্টকর হবে এবং তাই তাদের ভাল লাগবে না

কাজেই এ পরিস্থিতিতে তাদের দেখাশোনার জন্য আমার কাছে নিজেকেই যোগ্য বলে মনে হয়েছে ...

এখন তারা বড় হয়েছে এবং নিজেরাই নিজেদের কাজ করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

সুতরাং আপনি এখন তাদের নিয়ে গিয়ে আপনার কাছে রাখুন।

অতঃপর আমার চাচা আব্দুর রহমান আমাদেরকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

* * *

কিন্তু কিশোর বালকটির মন পড়ে রইল তার ফুফু উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) এর বাড়িতেই।

তাই, নবুওয়তের সুগন্ধে সুরভিত তার গৃহেই তিনি প্রতিপালিত হলেন...

এরই আঙ্গিনায় তিনি লালিত পালিত হলেন

তাঁর নির্মল আদর যত্নেই তিনি বেড়ে উঠলেন

সুতরাং তিনি তার সময়গুলো আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) ও তাঁর চাচার বাড়িতেই ভাগ করে কাটাতে লাগল।

* * *

তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন হৃদয়ে তার ফুফুর সজিব সুরভিত আলোকোজ্জ্বল বাড়ির স্মৃতিগুলো জীবন্ত ছিল

তুমি মন দিয়ে তার কিছু স্মৃতি কথা শোন

তিনি বলেন ঃ

একদিন আমি আমার ফুফু হযরত আয়েশা (রাযি.)কে বললাম ঃ

হে আম্মাজান! আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার দুই সাহাবীর কবর দেখিয়ে দিন।

আমি তা দেখতে আগ্রহী।

কবর তিনটি তখনো তার বাড়ির ভেতরে ছিল এবং চোখের আড়াল করার জন্য তিনি সেগুলোকে ঢেকে রেখেছিলেন।

তখন তিনি কবর তিনটি আমাকে দেখিয়ে দিলেন, সেগুলো অতিরিক্ত উঁচু বা একেবারে সমতল ছিল না

মসজিদের পাশে কবরের উপর ছোট ছোট লাল পাথর বিছিয়ে রাখা হয়েছে...

আমি বললাম রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর কোনটি?

তিনি হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন ঃ এটি।

তাঁর চোঁখ থেকে অশ্রুর বড় বড় দুটি ফোঁটা কপালে গড়িয়ে পড়ল।

আমি দেখে ফেলার আগেই তিনি তাড়াতাড়ি তা মুছে ফেললেন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরটি তার দুই সাহাবীর কবরের আগে ছিল ...

আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমার দাদা হযরত আবু বকর (রাযি.) এর কবর কোনটি ?

তিনি বললেন ঃ এই তো।

তিনি সমাহিত ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার কাছে।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলামঃ এটা কি হযরত উমর (রাযি.) এর কবর?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

উমর (রাযি.) এর মাথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের কাছে, আমার দাদার কোমরের নিকট ছিল।

* * *

কৈশোর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই হযরত কাসেম (রহ.) কুরআনুল কারীম মুখস্ত করে ফেলেছেন।

তার ফুফু হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু হাদীস শিক্ষা করেছেন।

অতঃপর তিনি মসজিদে নববীর চত্বরে চলে এলেন

স্বচ্ছ আকাশে ঝলমলে তারার মেলার মত ছড়িয়ে থাকা মসজিদে নববীর প্রতিটি স্তম্ভের পাশে অবস্থিত বিভিন্ন ইলমের মজলিসে যেতে লাগলেন

তিনি হযরত আবু হোরায়রা (রাযি.), আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.), আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.), আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাযি.), আব্দুল্লাহ ইবনে খাব্বাব (রাযি.), রাফে' ইবনে খাদীজ (রাযি.) এবং উমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) এর আযাদকৃত গোলাম আসলাম (রাযি.) এর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন

এবং অন্যান্য আরো সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

পরিশেষে তিনি ইমাম ও মুজতাহিদ হয়ে গেলেন

সমকালীন লোকদের মধ্যে হাদীস সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী হয়ে গেলেন

তার সামনে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যাকে তার তুলনায় হাদীস সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল বলা যায় ...

* * *

যখন যুবক কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুর্ণতা অর্জন করলেন, লোকজন তাঁর নিকট সাগ্রহে জ্ঞানার্জনের জন্য আসতে লাগল...

আর তিনিও উদারভাবে তাঁদের মাঝে ইলম বিতরণের জন্য যেতে লাগলেন...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে প্রতি সকালে নির্দিষ্ট সময়ে আসতে লাগলেন। কখনো তার ব্যতিক্রম করতেন না

মসজিদে প্রবেশ করেই দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করতেন

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর ও তাঁর মিম্বারের মধ্যবর্তী রাওযায়ে আতহারে হযরত উমর (রাযি.)-এর দ্বারের সম্মুখে তার নির্দিষ্ট স্থানে তিনি বসতেন

সকল স্থান থেকে জ্ঞান অন্বেষণকারীরা তার নিকট সমবেত হতো

তার স্বচ্ছ নির্মল জ্ঞানের অমিয় সুধা তারা আহরণ করতো, যা তৃষিত হৃদয়কে সজিবতা দান করে

বেশিদিন অতিবাহিত হয়নি এরই মধ্যে কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) ও তার খালাত ভাই সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) মদীনার নির্ভরযোগ্য দু'জন ইমাম হয়ে গেলেন

অনুকরণীয় ও অনুসরনীয় ব্যক্তিতে পরিণত হলেন

অথচ ক্ষমতা বা রাজত্ব কোনটাই তাঁদের হাতে ছিল না

তাদের তাকওয়া ও পরহেযগারীর জন্যই লোকেরা তাদেরকে নেতৃত্বের আসনে সমাসিন করেছে ...

ইলম ও ফিকাহ্‌ই তাদেরকে এ স্থানে পৌঁছে দিয়েছে ...

* * *

সকলের অন্তরে তাঁরা এমন মর্যদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন যে, বনী উমাইয়ার খলীফা ও তাদের গর্ভনররা মদীনার গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে তাদের মতামত ছাড়া সিদ্ধান্ত নিতেন না ।

অলীদ ইবনে আব্দুল মালিক মসজিদে নববীকে সম্প্রসারণের ইচ্ছে করলেন

কিন্তু পুরাতন মসজিদটির চতুস্পার্শ্ব না ভেঙ্গে তার এই আকাঙ্খার বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছিল না ...

উম্মাহাতুল মুমিনীনদের ঘরগুলি ভেঙ্গে মসজিদের সাথে না মিলালে তা করা যাচ্ছিল না

কিন্তু এ বিষয়টা মানুষের নিকট অসহনীয়

কারো হৃদয়ই তা মেনে নিবে না

তখন তিনি মদীনার গভর্ণর উমর ইবনে আব্দুল আযীযের কাছে এ মর্মে পত্র লিখলেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদকে সম্প্রসারণ করতে চাই, যাতে করে তা চতুর্দিক থেকে দুশ গজ প্রশস্ত হয়ে যায়

সুতরাং আপনি তার চারপাশের প্রাচীর ভেঙ্গে দিন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের ঘরগুলো মসজিদের অন্তর্ভূক্ত করে দিন

মসজিদের আশপাশের ঘরগুলো কিনে নিন

সম্ভব হলে কিবলার স্থানটি আরো অগ্রসর করে দিন

আপনার মামা খাত্তাবের পরিবারের প্রতি মানুষের মর্যাদা ও ভালবাসার কারণে আপনিই এ কাজ করতে পারেন

মদীনাবাসী যদি এ কাজ করতে আগ্রহী না হয় তবে আপনি কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) ও সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রহ.) এর কাছে সহায়তা প্রার্থনা করুন এবং আপনার এ কাজে তাদেরও অংশীদার করে নিন।

উদার হস্তে মানুষের ঘরের মূল্য পরিশোধ করুন

এ কাজে দলীল হিসেবে আপনার পূর্ববর্তী দু' মহান সাহাবী হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) ও হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাযি.)-এর কর্ম বিদ্যমান রয়েছে।

* * *

অতঃপর উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ও সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ এবং মদীনার অন্যান্য বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানালেন এবং তাঁদেরকে আমীরুল মুমিনীনের লেখা চিঠি পড়ে শোনালেন। তারা সকলেই খলীফার ইচ্ছা বাস্তবায়নে আগ্রহ ব্যক্ত করলেন আনন্দিত হলেন...

এ কাজ বাস্তবায়নের জন্য তারা এগিয়ে এলেন

লোকেরা যখন দেখল মদীনার দুই আলেম ও তাদের বড় দুই ইমাম মসজিদ সম্প্রসারণ কাজে অংশ গ্রহণ করছে তারাও একসাথে কাজে শরীক হয়ে গেল এবং আমীরুল মুমিনীনের চিঠির বক্তব্য বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে গেল

বিজয়ী মুসলিম সেনাদল তখন কনস্ট্যান্টিনোপল অভিমুখে বিভিন্ন দূর্গ আক্রমন করছিল।

নির্ভীক আমীর মাসলামা ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নেতৃত্বে একের পর এক দূর্গ পদানত করছিল।

এটা মূলত কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের পটভূমি ছিল।

রোম সম্রাট মসজিদে নববী সম্প্রসারণ সংক্রান্ত আমীরুল মুমিনীনের ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর আমীরুল মুমিনীন খুশী হয় এমন কাজ করে তার নৈকট্য লাভ করার ইচ্ছে করল।

তাই এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আমীরুল মুমিনীনের কাছে পাঠাল এবং তার সাথে রোম সাম্রাজ্যের একশ দক্ষ রাজমিস্ত্রীও প্রেরণ করল।

এবং কুলি দিয়ে চল্লিশ বস্তা মর্মর পাথর পৌঁছাল।

খলীফা ওয়ালীদ এসব কিছু নির্মাণ কাজে ব্যবহারের জন্য উমর ইবনে আব্দুল আযীযের নিকট পাঠালেন।

উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ও তার সাথীর পরামর্শমত তা ব্যয় করলেন

* * *

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) তাঁর দাদা সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর সাথে অধিক সাদৃশ্য রাখতেন। লোকেরা বলত ঃ

সিদ্দীকে আকবরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আবু বকর (রাযি.) এর বংশে এই যুবকের ন্যায় আর কোন সন্তানের জন্ম হয়নি।

হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) আবু বকর (রাযি.)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন তার উন্নত চরিত্রে, সুউচ্চ মর্যাদায়, ঈমানের দৃঢ়তায়, সুদৃঢ় খোদাভীরুতায়, হৃদয়ের বিশালতায় এবং দানশীলতায়

তার অনেক কথা ও কাজ এর সাক্ষ্য বহন করে।

একবার এক বেদুইন মসজিদে তার নিকট এসে জিজ্ঞেস করল ঃ

আপনি বেশী জানেন, নাকি সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ বেশী জানেন ?

তিনি বেদুইনের কথা এড়িয়ে গেলেন

সে আবার একই প্রশ্ন করল

তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ ...

লোকটি তৃতীয়বারও একই প্রশ্ন করল। অতঃপর জবাবে তিনি লোকটিকে বললেন ঃ

হে ভ্রাতুষ্পুত্র! সে হল সালেম। সে ওখানে বসে।

মজলিসে উপস্থিত লোকেরা বলল, সুবহানাল্লাহ! তিনি একথা বলতে অপসন্ধ করেছেন, আমি অধিক জানি। তাহলে নিজের প্রশংসা করা হত আর এ কথা বলাও অপছন্দ করেছেন 'সে আমার চেয়ে বেশী জানে' তাহলে মিথ্যা বলা হয়।

হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) সালেম (রহ.)-এর তুলনায় অধিক জানতেন।

* * *

একদিন হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.)কে মিনায় দেখা গেল! বিভিন্ন দেশের হাজীরা সব দিক থেকেই তাঁকে ঘিরে ধরেছে এবং তার নিকট বিভিন্ন বিষয় জানতে চাইছে।

কিন্তু তিনি যা জানেন কেবল তার উত্তর দিচ্ছেন এবং তার জানার বাইরের বিষয় সম্পর্কে বলছেন ঃ

আমি জানি না

আমি অবগত নই ...

আমি অবহিত নই ...

লোকেরা এতে আশ্চর্য হল।

হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) তাদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ

আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা যেসব বিষয় সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চাইছো তার সব আমি জানিনা।

যদি আমি জানতাম, তাহলে আমি তা লুকাতাম না

লুকানো আমাদের জন্য বৈধ নয়।

আল্লাহর হক জানার পর অজানা বিষয় সম্পর্কে বলার চেয়ে মূর্খ হয়ে থাকা অধিক উত্তম।

* * *

একবার যাকাতের মাল বিত্তহীনদের মাঝে বন্টন করে দেয়ার জন্য তাকে দায়িত্ব দেয়া হল।

তিনি এতে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করলেন এবং প্রত্যেককেই তার প্রাপ্য অনুযায়ী দিলেন...

কিন্তু তাদের একজন তাকে দেয়া অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট হল না।

সে মসজিদে তার কাছে আসল। তিনি তখন নামাযরত ছিলেন। এবং যাকাত সম্পর্কে কথা বলতে লাগল

তার ছেলে তখন লোকটিকে বলল ঃ

আল্লাহ্ শপথ! তুমি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কথা বলছো – যিনি তোমাদের যাকাতের সম্পদ থেকে এক দিরহাম বা তার অংশ বিশেষও গ্রহণ করেননি।

তা থেকে সামান্য এক টুকরো খেজুরও নেননি

হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) তার নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে তার ছেলের দিকে ফিরে বললেন ঃ

হে্ বৎস! তুমি যা জান না তা নিয়ে কখনো কথা বলো না...

লোকেরা বলেছেন ঃ তার ছেলে ঠিকই বলেছিলেন।

কিন্তু হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) তাঁকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন এবং তার যবানকে অযথা কথা বলা থেকে সংযত রাখতে চেয়েছিলেন।

* * *

হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) কে দীর্ঘ জীবন দান করা হয়েছিল। তিনি বাহাত্তর বৎসর অতিক্রম করেন।

কিন্তু বৃদ্ধ অবস্থায় তার দৃষ্টিশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়

তাঁর জীবনের শেষ বৎসর তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করেন। পথিমধ্যে মৃত্যু এসে তার কাছে হাজির হল

*   *   *

তিনি যখন শেষ মুহূর্ত সম্পর্কে অনুভব করলেন, তখন তার ছেলেকে ডেকে বললেন ঃ

আমি ইন্তেকাল করলে আমার কাফনের ব্যবস্থা করবে আমার ঐ কাপড় দ্বারা, যা পড়ে আমি নামায আদায় করতাম।

আমার জামা দিয়ে

আমার লুঙ্গি দিয়ে

আমার চাদর দিয়ে

কারণ, তোমার দাদা হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর কাফন এমনই ছিল।

অতঃপর আমার দাফন সম্পন্ন করবে।

এবং তোমার পরিবারের সাথে মিলিত হবে।

খবরদার, আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলবে না,

তিনি এমন ছিলেন

তিনি এ গুণের অধিকারী ছিলেন

কারণ, আমি এর কিছুই ছিলাম না।

সিলাহ ইবনে আশয়াম আদাবী (রহ.)

'সিলাহ ইবনে আশয়াম মহান সাহাবীদের কাছ থেকে ইলম হাসিল করেছেন, তাঁদের গুণাবলী অর্জন করেছেন এবং তাঁদের চরিত্রে চরিত্রবান হয়েছেন।'

- আসবাহানী

সিলাহ্ ইবনে আশয়াম আদাবী (রহ.)

সিলাহ্ ইবনে আশয়াম আদাবী (রহ.) ছিলেন রাতের অন্ধকারে একজন ইবাদত গুজার বান্দা

এবং দিনের আলোয় একজন বীর অশ্বারোহী যোদ্ধা

অন্ধকার যখন পৃথিবীর উপর তার আবরণ বিস্তার করত এবং লোকেরা গভীর ঘুমে ডুবে যেত, তখন তিনি উঠে উযূ করতেন, অতঃপর নামাযের স্থানে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করতেন এবং নিজের সত্ত্বাকে রবের সামনে সমর্পণ করতেন।

ফলে তিনি এমন খোদায়ী নূর অর্জন করেছেন যার আলোয় বিশ্বের দিগ দিগন্ত আলোকিত হয়েছে ...

এবং তার রব তাকে দিক দিগন্তে বহু নিদর্শন দেখিয়েছেন

সেই সাথে তিনি ছিলেন কুরআনের অনুরাগী।

রাতের শেষ প্রহরে তিনি ডুবে যেতেন কুরআনের বিভিন্ন অংশের মাঝে।

আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো তিনি তিলাওয়াত করতেন সুমিষ্ট কণ্ঠে ও সুমধুর স্বরে।

কখনো তিনি কুরআন থেকে এমন স্বাদ পেতেন যা তার হৃদয়ের অন্তস্থলকে মোহিত করত।

আবার কখনো কুরআন থেকে এমন ভীতি অনুভব করতেন যা তার হৃদয়কে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিত।

* * *

সিলাহ্ ইবনে আশয়াম (রহ.) কখনো তার এসব ইবাদত থেকে উদাসীন থাকতেন না।

চাই তা আবাসে হোক বা প্রবাসে

অবসরে হোক আর ব্যস্ততায়

জা'ফর ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেন ঃ

আমরা একবার কাবুল বিজয়ের আশায় মুসলমানের এক সেনাদলের সাথে বের হলাম

সেনা দলে সিলাহ্ ইবনে আশয়ামও ছিলেন।

পথিমধ্যেই যখন রাতের আঁধার নেমে এল, সেনাদল তাদের যাত্রা বিরতি করল এবং তারা কিছু খেয়ে ইশার নামায আদায় করল।

অতঃপর সামান্য বিশ্রামের আশায় যে যার কাজওয়ার নিকট ফিরে গেল...

আমি দেখলাম সিলাহ্ ইবনে আশয়াম অন্যান্যদের মত তার কাজওয়ার নিকট ফিরে গেল

এবং অন্য সবার মত তিনিও তার শরীরকে নিদ্রার কোলে এলিয়ে দিলেন।

আমি মনে মনে বললাম ঃ

সেই ব্যক্তিরা কোথায়, যারা লোকটির নামায ও ইবাদত আদায় দেখবে। এবং নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে তার উভয় পা ফুলে যাওয়ার কথা লোকদের কাছে প্রচার করবে।

আল্লাহর কসম আজ যা ঘটবে আমি তা অবশ্যই চুপিসারে দেখব।

অতঃপর সেনাদল গভীর নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ল, আমি তাকে দেখলাম, তিনি বিছানা থেকে উঠে বসলেন এবং সেনাদল থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন কিছু দূরে চলে গেলেন। অনেক গাছপালা, ঝোপ-ঝাড় বিশিষ্ট এক গভীর বনে প্রবেশ করলেন, যেখানে দীর্ঘকাল কোন পায়ের ছাপ পড়েনি।

আমি তাঁর পিছু পিছু গেলাম।

অতঃপর যখন তিনি একটি দূরবর্তী স্থানে পৌছলেন, কিবলা সম্পর্কে অনুসন্ধান করলেন এবং সেদিকে ফিরে দাঁড়ালেন ও নামাযের তাকবীর বলে নামাযে হারিয়ে গেলেন।

দূর থেকে আমি তাঁকে লক্ষ্য করছিলাম।

আমি দেখলাম তার চেহারা প্রদীপ্ত

তার অঙ্গ প্রতঙ্গ ধীরস্থির

তার হৃদয় প্রশান্ত

যেন নির্জনতার মাঝেই তিনি খুঁজে পান প্রশান্তি
দূরেই পান নৈকট্য
অন্ধকারের মাঝেই পান ঝলমলে আলো
তিনি তার ইবাদতেই নিমগ্ন ছিলেন
হঠাৎ বনের পূর্বদিক থেকে একটি সিংহ আমাদের কাছে চলে এল।
আমি এতটাই ঘাবড়ে গেলাম যে ভয়ে আমার আত্মা শুকিয়ে গেল।

আমি সিংহের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য এক গাছের ডালে চড়ে বসলাম,

সিংহটি ক্রমশঃ সিলাহ ইবনে আশয়াম (রহ.) -এর দিকেই এগুচ্ছিল অথচ তিনি তখনও নামাযে নিমগ্ন।

অতঃপর সিংহটি একেবারে তার কাছে চলে এল।

আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি এর দিকে ফিরেও তাকাননি এবং গুরুত্বও দেননি।

যখন তিনি সেজদায় গেলেন আমি ভাবলাম; এখনই তার উপর আক্রমণ করবে...

যখন তিনি সেজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে বসলেন। সিংহটি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল যেন তাঁকে খুটিয়ে খুটিয়ে পরীক্ষা করছে ...

সালাম ফিরিয়ে তিনি খুব স্বাভাবিকভাবে সিংহটির দিকে তাকালেন
মৃদু ঠোঁট নেড়ে কি যেন বললেন যা আমি শুনতে পাইনি।
অতঃপর সিংহটি সেখান থেকে ধীরে ধীরে চলে গেল।
যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই ফিরে গেল

* * *

ভোরের আলো ছড়িয়ে পরার ·ার তিনি ফজরের নামায আদায় করলেন।

অতঃপর এমন সব প্রশংসা বাক্য দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা প্রকাশ করতে লাগলেন যেসব আমি কখনো শুনিনি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ اَنْ تُجِيْرَنِيْ مِنَ النَّارِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ আমি জাহান্নাম থেকে আপনার কাছে মুক্তি চাচ্ছি।

এবং তিনি আরো আমার মত কোন অপরাধী বান্দা কি তোমার কাছে জান্নাত চাওয়ার দুঃসাহস করতে পারে ?

তিনি কেঁদে কেঁদে এবং আমাকে কাঁদিয়ে বারবার একই কথা বলছিলেন।

অতঃপর তার সম্পর্কে কেউ বুঝে উঠার আগেই তিনি সেনাদলে ফিরে এলেন।

সবার সামনে এভাবে উপস্থিত হলেন যেন তিনি সারা রাত বিছানায় শুয়ে কাটিয়েছেন।

আমিও তাঁর পিছু পিছু ফিরলাম।

অথচ আমার আছে রাত জাগার ক্লান্তি

শারীরিক অবসাদ

সিংহে ভয়

যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালাই ভাল জানেন

* * *

এতদসত্ত্বেও সিলাহ ইবনে আশায়াম (রহ.) ইলম ও উপদেশ দানের কোন সুযোগকে হাতছাড়া করতেন না,। বরং তাকে গনীমত মনে করতেন।

তাঁর রীতি ছিল, তিনি মানুষকে প্রজ্ঞা ও সুদপদেশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহ্বান করতেন।

পলায়ান পর মনকেও তিনি আকৃষ্ট করতে পারতেন

এবং পাথর হৃদয়কেও তিনি গলাতে পারতেন

* * *

একবার তিনি একাকিত্ব যাপন ও ইবাদতের জন্য বসরার জন-মানবহীন এলাকার উদ্দেশ্যে বের হলেন।

তাঁর পাশ দিয়ে যুবকদের একটি দল অতিক্রম করছিল -যারা যৌবনের উদ্যমতায় নেচে বেড়াচ্ছিল

বিনোদন ও খেলাধুলায় মেতে ছিল

হাসি-তামাশায় ডুবে ছিল

তিনি দরদভরা কণ্ঠে তাদেরকে সালাম দিলেন এবং আন্তরিকভাবে তাদেরকে সম্মোধন করে বললেন ঃ

ঐ সম্প্রদায় সম্পর্কে তোমাদের কি মত - যারা এক মহৎ উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। অথচ দিনের বেলায় খেলাধুলা ও বিনোদনের কারণে পথ হারিয়ে ফেলে।

এবং রাতের বেলা স্বস্তির জন্য বিশ্রাম করে

তোমরা কি মনে করো এভাবে চলতে থাকলে সফর শেষে তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে ?

তিনি একই কথা বারবার বলছিলেন।

পরবর্তীতে আবার কোন এক সময় তাদের সাথে দেখা হলে তিনি তাদেরকে একই কথা শোনালেন।

যুবকদের একজন বলে উঠল,

নিশ্চয় তিনি আমাদের লক্ষ্য করেই কথাগুলো বলছেন। কারণ, আমরাই দিনে খেলাধুলোয় মেতে থাকি। আর রাতে ঘুমিয়ে থাকি।

অতঃপর যুবকটি তার বন্ধুদের থেকে ফিরে চলে আসল এবং সেদিন থেকে সিলাহ ইবনে আশয়াম (রহ.) এর অনুসরণ করল এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁরই সাহচর্যে থাকল।

*　　*　　*

তিনি একবার তার কিছু সাথীকে নিয়ে কোন কাজে যাচ্ছিলেন।

তাঁদের পাশ দিয়ে যৌবনের দীপ্তিতে দীপ্তমান এবং যৌবনে পরিতৃপ্ত এক যুবক যাচ্ছিল। সে তার কাপড়কে অহংকারীদের মত মাটির সাথে ছেচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

সিলাহ ইবনে আশয়াম (রহ.)-এর সাথীরা যুবককে কিছু বলতে চাচ্ছিল..

তারা মৌখিক ও শারীরিকভাবে কঠিন ব্যবস্থা নিতে ইচ্ছা করল

সিলাহ্ ইবনে আশয়াম (রহ.) তাদেরকে বললেন ঃ

তোমাদের পক্ষ হয়ে আমাকে তার ব্যবস্থা করতে দাও।

অতঃপর তিনি যুবকটির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং দয়ালু পিতার স্নেহময় সুরে তাকে বললেন ঃ

পরম হিতাকাঙ্খী বন্ধুর ভাষায় তাকে অনুরোধ করলেন ঃ

হে ভ্রাতুস্পুত্র। তোমার সাথে আমার একটি কথা আছে।

যুবকটি দাঁড়িয়ে বলল ঃ সেটা কি চাচা ?

তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার কাপড়টি উঠিয়ে পড়।

এতে তোমার কাপড় পরিস্কার থাকবে।

তোমার রবের সামনে তোমার তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ হবে।

তোমার নবীর সুন্নাত রক্ষা হবে।

যুবকটি লজ্জিত হয়ে বলল ঃ

অবশ্যই তা করব এবং দেখতেও ভাল লাগবে

অতঃপর যুবকটি তাড়াতাড়ি তার কাপড় উঠিয়ে পড়ল। এরপর সিলাহ ইবনে আশয়াম তার সাথীদেরকে বললেন ঃ

তোমরা যে রকম চেয়েছিলে তার চেয়ে কি এটাই ভাল হয়নি ?

যদি তোমরা তাকে প্রহার করতে, গালমন্দ করতে সেও তোমাদের সাথে মারামারি করতো, গালমন্দ করতো। আর সে তার কাপড় জমীন ছুঁই ছুঁই করে এভাবে ঝুলিয়েই পড়তো।

* * *

একবার বসরার এক যুবক তার কাছে এসে বলল ঃ

হে আবু সাহবাহ্ ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যা শিখিয়েছেন আমাকে তার কিছু শিখিয়ে দিন।

সিলাহ ইবনে আশয়াম (রহ.) হাস্যোজ্বল মুখে তাকে বললেন ঃ

হে ভ্রাতুস্পুত্র ! তুমি আমাকে অতীতের এমন একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিলে যা আমি কখনো ভুলতে পারি না।

যখন আমি তোমার মত যুবক ছিলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবশিষ্ট সাহাবীদের কাছে গেলাম এবং তাঁদেরকে বললাম ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনাদের যা শিক্ষ দিয়েছেন আমাকে তার কিছু শিক্ষা দিন।

অতঃপর তারা আমাকে বললেন ঃ

তুমি কুরআনকে আত্মরক্ষার হাতিয়ার এবং তোমার অন্তরের বসন্ত রূপে গ্রহণ কর।

কুরআনকে উপদেশ হিসেবে গ্রহণ কর এবং এর দ্বারা মুসলমানদেরকে উপদেশ দাও।

যত বেশী সম্ভব আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ কর।

যুবকটি বলল ঃ

আমার জন্য দু'আ করুন।

তিনি বললেন ঃ যা দীর্ঘস্থায়ী হবে সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করুন।

ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের প্রতি তোমার অনাগ্রহ সৃষ্টি করুন।

আল্লাহ তোমাকে একীন দান করুন যার পরশে হৃদয় প্রশান্ত হয়

* * *

সিলাহ ইবনে আশয়ামের এক চাচাত বোন ছিল। তার নাম মুআজাহ্। তিনিও তাঁর ন্যায় তাবেঈ ছিলেন

কারণ তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তার থেকে ইল্‌ম আহরণ করেছিলেন।

অতপরঃ তার সাথে হাসান বসরী (রহ.) (আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর আত্মাকে সজিব করেন)–এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

তার কাছ থেকে হাদীস শুনেন

তিনি মুত্তাকী পরহেজগার ছিলেন

ইবাদতগুজার ও দুনিয়াবিরাগী ছিলেন

তাঁর অভ্যাস ছিল রাত হলেই তিনি বলতেন, হতে পারে এটাই আমার জীবনের শেষ রাত

তাই তিনি ভোর হওয়া পযর্ন্ত ঘুমাতেন না।

দিন হলেই বলতেন ঃ হতে পারে এটাই আমার জন্য শেষ দিন

তাই সন্ধ্যা হওয়া পযর্ন্ত তিনি ঘুমাতেন না।

শীতের সময় তিনি পাতলা কাপড় পড়তেন। যেন ঠান্ডা তার ঘুমের প্রতিবন্ধক হয় এবং ইবাদতের জন্য সহায়ক হয়।

তিনি নামায ও তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে রাত কাটাতেন।

ঘুম এলে তিনি ঘরে হাটতেন আর বলতেনঃ

হে নফস! তোমার জন্য সামনে দীর্ঘ নিদ্রা অপেক্ষা করছে।

আগামী কাল কবরে তোমার শয়ন দীর্ঘ হবে। হয়ত তা আক্ষেপের সাথে হবে নয়ত আনন্দের সাথে হবে।

সুতরাং হে মুআজাহ! তুমি তোমার আগামী কালের জন্য যা ভাল মনে কর তাই গ্রহণ কর।

*　　*　　*

সিলাহ ইবনে আশয়াম (রহ.) ইবাদতে ও দুনিয়া বিরাগে এত কঠিন হওয়া সত্ত্বেও নবীর সুন্নাতের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না ....

তাই তিনি তার চাচাত বোনকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন।

মধুযামিনীর দিনে তার এক ভাতিজা তার পরিচর্যা করল। তাকে হাম্মামখানায় নিয়ে গেল।

অতঃপর সুবাসিত এক ঘরে নববধুর কাছে তাঁকে নিয়ে গেল

উভয়ে এক সাথে হওয়ার পর সিলাহ ইবনে আশয়াম (রহ.) দু রাকাত সুন্নাত নামায আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন।

তাঁর স্ত্রীও তাঁকে অনুসরণ করলেন।

নামাযের যাদুময়তা তাদের টেনে নিয়ে চলল। তারা একসাথে নামায পড়েই চললেন

অতঃপর প্রভাতের আলো ফুটে উঠল। ভোরে তার ভ্রাতুস্পুত্র এসে তাকে বলল ঃ হে চাচাজান! আপনার কাছে আপনার চাচাত বোনকে তুলে দেয়া হয়েছে। অথচ তাকে রেখে সারারাত নামায পড়েই কাটিয়ে দিলেন ?

জবাবে তিনি বললেন! হে ভ্রাতুস্পুত্র! তুমি গতকাল আমাকে এমন এক ঘরে প্রবেশ করিয়েছিলে যার কারণে তুমি আমাকে জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলে।

অতঃপর তুমি অন্য আরেকটি ঘরে প্রবেশ করিয়েছিলে যার কারণে তুমি আমাকে জান্নাতের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলে

এ দুটি সম্পর্কে চিন্তা করতে করতেই ভোর হয়ে গেছে।

যুবক জিজ্ঞেস করল ঃ

হে চাচাজান! সেটা কি রকম ?

তিনি উত্তর দিলেন ঃ তুমি আমাকে হাম্মামখানায় নিয়ে গিয়েছিলে। তার উষ্ণতা আমাকে জাহান্নামের তীব্র গরমের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলো।

অতঃপর তুমি আমাকে বাসর ঘরে প্রবেশ করিয়েছিলে। তার সুবাস আমাকে জান্নাতের সুবাসের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলো।

* * *

সিলাহ ইবনে আশয়াম (রহ.) শুধুমাত্র খোদাভীরু, তাওবাকারী, ইবাদত গুজার ও দুনিয়াবিরাগীই ছিলেন না, সেই সাথে তিনি ছিলেন এক বীর অশ্বারোহী ও সাহসী যোদ্ধা ।

রণাঙ্গনে তাঁর তুলনায় অধিক বীর ও শক্তিশালী খুব কমলোককেই দেখা গেছে। সাহসের ক্ষেত্রে তাঁর তুলনায় অধিক সাহাসী আর কেউ ছিল না।

তরবারী চালানোর ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিকদ্রুত আর কেউ ছিল না।

এজন্য মুসলমান নেতারা সর্বদাই তাকে নিজেদের দলে নেয়ার বাসনা করত।

প্রত্যেকেই চাইত তাঁর মাধ্যমে জয়ী হতে। যেন তার বীরত্বের বদৌলতে গনীমতের একটা বড় অংশও অর্জন করা যায়।

* * *

জাফর ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেন ঃ

একবার আমি এক যুদ্ধে রওয়ানা হলাম, আমাদের সাথে সিলাহ ইবনে আশয়াম ও হিশাম ইবনে আমের ছিলেন।

শত্রুর মুখোমুখি হলে সিলাহ ও তার সাথী হিশাম মুসলমানদের কাতার ছেড়ে বের হয়ে বর্শা ও তরবারীর আঘাতের মাধ্যমে শত্রুবুহ্য ভেদ করে ফেলেন।

শত্রু পক্ষের অগ্রভাগ প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল।

তাই শত্রু দলের কোন কোন নেতা অন্য নেতাকে বলছিল, মুসলমান সৈন্যের মাত্র দু'জন ব্যক্তি আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে।

যদি তারা সবাই আমাদের বিরুদ্ধে লড়ে, তবে আমাদের অবস্থা কি হবে ?

তোমরা মুসলমানদের নির্দেশ মত চল এবং তাদের সাথে নমনীয় আচরণ কর।

* * *

ছিয়াত্তর হিজরীতে সিলাহ্ ইবনে আশয়াম (রহ.) মুসলমানদের এক মুজাহিদ বাহিনীর সাথে আমু দরিয়ার উত্তর পাশ্বে অবস্থিত এক শহর বিজয়ের উদ্দেশ্যে বের হলেন।

তার সাথে ছিলেন তার এক ছেলে।

উভয় দল মুখোমুখি হওয়ার পর রণাঙ্গনের অবস্থা যখন তীব্র আকার ধারণ করল, সিলাহ ইবনে আশয়াম তাঁর ছেলেকে বললেন ঃ

হে বৎস! এগিয়ে যাও এবং আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাক। ঐ সত্তার জন্য আমি তোমাকে উৎসর্গ করতে পারি যার কাছে কোন আমানতই বিফলে যায় না।

যুবক শত্রুদলের দিকে ছুটে গেল যেমন ধনুক থেকে তীর ছুটে যায়।

এবং জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যমীনে লুটিয়ে পড়ল।

তাঁর পিতাও তাঁরই পিছু অনুসরণ করলেন।

এবং জিহাদ করতে করতে সন্তানের পাশেই শহীদ হয়ে গেলেন।

* * *

তাদের মৃত্যুসংবাদ বসরায় পৌঁছার পর মহিলারা মুআজাহ্কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তার নিকট গেল।

কিন্তু তিনি তাদের বললেন ঃ

যদি তোমরা আমাকে স্বাগত জানাবার জন্য এসে থাক তবে তোমাদেরও আমি স্বাগত জানাই।

আর যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাক তবে তোমরা ফিরে যাও। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

* * *

আল্লাহ্ তা'আলা এ সকল সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত মুখগুলোকে সজীব উজ্জ্বল রাখুন।

এবং ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষ থেকে তাদের উত্তম প্রতিদান দান করেন।

কারণ, মানবতার ইতিহাস তাদের চেয়ে অধিক মুত্তাকী ও পরহেযগার আর কাউকে পায়নি।

উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)

তাঁর বৈশিষ্ট তিনটি।
তিনি অবয়ব ও আখলাকে
সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন।
পূর্ণ ইলমের অধিকারী ছিলেন।
নফসের জ্ঞানে ফকীহ্ কোমল হৃদয় ও
আল্লাহমুখী ছিলেন।

- আল্লামা যাহাবী

উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)

বর্ণীল বৈচিত্রময় জীবনালেখ্য খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর।

তুমি তার অনন্য জীবনের একটি চিত্র বুঝতে না বুঝতেই তা তোমাকে আরেকটি চিত্র পাঠে উদ্বুদ্ধ করবে যা অধিক চমৎকার

শোভা সৌন্দর্যে অধিক সমৃদ্ধ

প্রতিক্রিয়ায় অধিক গভীর

তৃতীয় খণ্ডে আমরা পঞ্চম খলীফার বর্ণীল জীবনের তিনটি দৃশ্য দেখেছি। এসো, এখানে আরও তিনটি দৃশ্য দেখি। যা তার পূর্বের দৃশ্যগুলোর তুলনায় দ্বীপ্তি ও উজ্জ্বলতায় কোন অংশে কম নয়।

* * *

প্রথম দৃশ্যের বর্ণনা দিচ্ছেন প্রসিদ্ধ কবি দুকাইন ইবনে সাঈদ দামেরী (রহ.)।

তিনি বলেন ঃ

মদিনার শাসক থাকাকালীন আমি উমর ইবনে আব্দুল আযীযের প্রশংসা করলাম। অতঃপর তিনি আমার জন্য পনেরটি মূল্যবান উটনী উপহার দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

উটগুলো আমার হাতে এলে সেগুলো দেখার পর আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

এবং গিরিপথ দিয়ে একাকী সেগুলো নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আশংকাও করছিলাম।

অথচ সেগুলো বিক্রি করতেও আমার মন চাচ্ছিল না। এ সকল চিন্তায় যখন আমি ঘুরপাক খাচ্ছি তখন একটি মুসাফির কাফেলা আমার নিকট এল যারা "নাজ্‌দে" আমাদের দেশে যাবে।

আমি তাদের সঙ্গী হতে চাইলাম।

তারা বলল ঃ

স্বাগতম! আমরা রাতে বের হব। সুতরাং তুমি আমাদের সাথে যাবার আয়োজন কর।

বিদায় নিতে আমি উমর ইবনে আব্দুল আযীযের কাছে গেলাম। সেখানে গিয়ে তার মজলিসে দু'জন ব্যক্তিকে পেলাম যাদেরকে আমি চিনি না। যখন

আমি ফিরে আসার ইচ্ছা করলাম। উমর ইবনে আব্দুল আযীয আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

হে দুকাইন! আমার একটি আখাঙ্খা আছে। যদি তুমি জান যে আজকের এই অবস্থার চেয়ে আমি আরো ভাল অবস্থায় পৌঁছেছি, তবে তুমি আমার কাছে এস। আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য সদাচার ও অনুগ্রহ থাকবে।

আমি বললাম ঃ হে আমীর ! আপনি আপনার এ কথার সাক্ষী নির্দিষ্ট করুন।

তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহ্ তায়ালাকে আমার এ কথার সাক্ষী রাখছি।

আমি বললাম ঃ সেই সাথে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্য থেকে কে সাক্ষী হবে ?

তিনি বললেনঃ এই দু' ব্যক্তি।

অতঃপর আমি তাদের একজনের দিকে এগিয়ে গেলাম।

এবং তাকে বললাম।

আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি আমাকে আপনার নাম বলুন - যেন আপনাকে আমি চিনতে পারি।

লোকটি বলল! সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব।

অতঃপর আমি আমীরের দিকে তাকিয়ে বললাম ঃ আমি একজন যোগ্য সাক্ষী পেয়েছি। তারপর অপরজনের দিকে ফিরে তাকালাম এবং বললাম আমাকে আপনার জন্য কুরবান করা হোক। আপনি কে ?

তিনি বললেন ঃ আমিরের আযাদকৃত গোলাম, আবু ইয়াহইয়া ।

আমি বললাম ইনি তার পরিবারভূক্তসাক্ষী।

অতঃপর আমি সালাম দিয়ে উটগুলো নিয়ে নাজদের পথে আমার দেশে ফিরে গেলাম।

আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোতে বরকত দিলেন। ফলে সেগুলো থেকে আমি আরো অনেক উট ও কৃতদাসের মালিক হয়ে গেলাম।

* * *

সময় আপন গতিতে বয়ে চলল ....

একদা আমি "নাজ্‌দ" নগরীর ইয়ামামা শহরের কোন এক মরুভূমিতে ছিলাম।

শুনতে পেলাম, একজনলোক খলীফা সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিকের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করছে।

আমি সেই সংবাদ প্রচারকারীকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ

এরপর তার স্থানে কে খলীফা হবেন ?

সে বলল ঃ উমর ইবনে আব্দুল আযীয।

তার এ কথা শোনার সাথে সাথে আমি সিরিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়লাম।

দামেস্কে পৌঁছার পর জারীরের সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি তখন খলীফার নিকট থেকে ফিরে আসছিলেন।

আমি তাকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আবু হাজরাহ! তুমি কোত্থেকে আসছ ?

সে বলল ঃ খলীফার দরবার থেকে - যিনি ফকীরদের দান করছেন এবং কবিদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন

তুমি যেখান থেকে এসেছো সেখানেই ফিরে যাও, এটাই তোমার জন্য ভাল হবে।

আমি বললাম ঃ খলীফার কাছে তোমাদের চেয়ে আমার ভিন্ন মর্যাদা আছে।

সে বলল ঃ তুমি যা ভাল মনে কর।

অতঃপর আমি যেতে যেতে খলীফার দরবারে পৌঁছলাম। তিনি বাড়ির আঙিনাতেই ছিলেন এবং তাকে ঘিরে আছে অসহায়, দুঃস্থ, বিধবা এবং নির্যাতিত মানুষেরা। তাদের ভিড়ের কারণে আমি খলীফার কাছে যাওয়ার পথ পাচ্ছিলাম না।

অতঃপর আমি চিৎকার করে আবৃত্তি করলাম-

يا عمرالخيرات والمكارم = وعمرالدسائع العظائم

إنى امرء من قطن من دارم = طلبت ديني من أخي المكارم

'হে কল্যাণ ও অনুগ্রহের অধিপতি উমর!

এবং হে মহা দানবীর উমর!

আমি বনু দারেমের কাতান শহরের এক লোক,

আমি আমার দয়ালু ভাই থেকে আমার ঋণ চাচ্ছি

অতঃপর তার আযাদকৃত গোলাম আবু ইয়াহইয়া দীর্ঘক্ষন আমাকে দেখল এবং খলীফার দিকে তাকিয়ে বলল ঃ

হে আমিরুল মুমিনীন! এই বেদুইনের পক্ষে আপনার নিকট সাক্ষ্য আছে।

খলীফা বললেন ঃ আমি তাকে চিনি।

অতঃপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

হে দুকাইন! কাছে এসো।

আমি তার সামনে গেলাম। তিনি আমার দিকে ঝুঁকে বললেন ঃ মনে পড়ে, আমি মদীনায় তোমাকে বলেছিলাম, আমার হৃদয় যা পায়, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট বস্তু লাভ করতে উদগ্রীব থাকে।

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন! মনে আছে।

খলীফা বললেন ঃ এই দেখ, দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু আমি আজ পেয়েছি।

তা হল রাজত্ব।

কিন্তু আমার হৃদয় আখিরাতের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বস্তু লাভ করতে উদগ্রীব।

তা হল জান্নাত।

এবং আমার হৃদয় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট।

যদি ও পৃথিবীর সকল বাদশাহ তাদের রাজত্বকে দুনিয়ার মর্যাদা লাভের মাধ্যম মনে করে।

কিন্তু আমি এই রাজত্বকে আখিরাতের মর্যাদা লাভের মাধ্যম মনে করি।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে দুকাইন! আল্লাহর শপথ করে বলছি, এই দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আমি মুসলমানের সম্পদ থেকে এক দিরহাম বা এক দীনারও আত্মসাত করিনি।

আজ আমি কেবল এই এক হাজার দিরহামের মালিক। এ থেকে তুমি অর্ধেক নিয়ে নাও। আর আমার জন্য অর্ধেক রেখে যাও।

আমাকে তিনি যা দিলেন (পাঁচশ দিরহাম) আমি তা গ্রহণ করলাম। আল্লাহর শপথ, আমি এর চেয়ে বরকতপূর্ণ সম্পদ আমার জীবনে আর পাইনি।

* * *

দ্বিতীয় দৃশ্যের বর্ণনা দেন মোসেলের কাযী ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া গাসসানী। তিনি বলেন ঃ

একদা উমর ইবনে আব্দুল আযীয হিম্‌সের বাজারগুলোতে ঘুরছিলেন। বিক্রেতাদের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য এবং দাম জানার জন্য।

তখন এক লোক তার কাছে এসে দাঁড়াল। গাঁয়ে দুটি সস্তা লাল চাঁদর।

বলল ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আমি শুনেছি, আপনি নির্যাতিত লোকদেরকে আপনার কাছে আসতে বলেছেন।

খলীফা বললেন ঃ হ্যাঁ বলেছি।

লোকটি বলল ঃ এইতো আমি একজন নির্যাতিত লোক। বহুদূর থেকে আপনার কাছে এসেছি।

উমর বললেন ঃ তোমার পরিবার কোথায় ?

লোকটি বলল ঃ 'এডেনে'

উমর বললেন ঃ আল্লাহর শপথ, উমরের স্থান থেকে তোমার স্থান অনেক দূরে।

অতঃপর তিনি তার বাহন থেকে নেমে লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে

বললেন ঃ

তোমার উপর কি ধরণের নির্যাতন করা হয়েছে ?

লোকটি বলল ঃ আমার একটি জমি ছিল, আপনার আত্মীয়তার দাবীদার একটি লোক তা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেই জমির মালিকানা দাবী করছে।

অতঃপর উমর এডেনের শাসক উরওয়াহ ইবনে মুহাম্মাদের উদ্দেশ্যে পত্র লিখে তাতে বললেন ঃ

হামদ ও সালাতের পর

যখন আমার এ চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবে তুমি পত্র বাহকের প্রমাণ শুনবে। যদি তার অধিকার প্রমাণিত হয়, তবে তার অধিকার তাকে ফিরিয়ে দিবে।

অতঃপর মোহর মেরে চিঠিটি লোকটির নিকট দিয়ে দিলেন। লোকটি যাওয়ার ইচ্ছে করলে তিনি বললেন,

তাড়াহুড়োর কিছু নেই

তুমি অনেক দূর থেকে এসেছো

সন্দেহ নেই, এ সফরে অনেক পাথেয় তুমি ব্যয় করেছো।

অনেক নতুন কাপড় তুমি ধুলোমলিন করেছো।

সম্ভবতঃ তোমার বাহনও তুমি শেষ করে ফেলেছো

অতঃপর সব হিসাব করে তাকে এগারো দীনার দিলেন এবং বললেন ঃ

তুমি এ কথা মানুষের কাছে প্রচার কর, যেন কোন নির্য্যাতিত ব্যক্তি তার উপর কৃত নির্যাতন দূর করতে বিলম্ব না করে, সে যত দূরেরই হোক না কেন।

* * *

তৃতীয় দৃশ্যটি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন দুনিয়াবিরাগী আবেদ যিয়াদ ইবনে মায়সারা মাখযুমী। তিনি বলেন, ঃ

আমাকে আমার মনিব আব্দুল্লাহ ইবনে আইয়াশ আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে আব্দুল আযীযের নিকট তাঁর কিছু প্রয়োজন সমাধার জন্য মদীনা থেকে দামেস্কের উদ্দেশ্যে পাঠালেন।

মদীনার শাসক থাকার সময় থেকেই আমার ও উমর ইবনে আব্দুল আযীযের মাঝে পুরাতন হৃদ্যতা ও সম্পর্ক ছিল।

আমি তার কাছে গেলাম। দেখি, একজন লিখক তার কাছে বসে লিখছিল।

দরজায় দাঁড়িয়েই আমি বললাম ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম।

খলীফা প্রতি উত্তরে বললেন ঃ হে যিয়াদ! ওআলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

এরপর পরই আমি লজ্জিত হয়ে গেলাম। কারণ আমি খলীফাকে আমীরুল মুমিনীন সম্মোধন করে সালাম দেইনি।

তাই পরক্ষণেই আমি বললাম ঃ হে আমিরুল মুমিনীন! আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

খলীফা বললেন ঃ হে যিয়াদ! তোমার দেয়া প্রথম বারের সালামকে তো আমি প্রত্যাখান করিনি। সুতরাং দ্বিতীয়বার এভাবে সালাম দেয়ার কি প্রয়োজন ছিল?

তাঁর লিখক তখন তার কাছে বসে নির্যাতনের বিবরণ পড়ে শোনাচ্ছিলেন যা বসরা থেকে ডাকযোগে খলীফার কাছে এসেছে।

খলীফা আমাকে বললেন ঃ বস যিয়াদ! আমি একটু সেড়ে নিই।

অতঃপর আমি দরজার নিকটে বসে পড়লাম। লেখক পড়ে যাচ্ছে, খলীফা দুশ্চিন্তায় দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।

লেখক পত্র পড়া শেষ করে ফিরে গেল। উমর ইবনে আব্দুল আযীয বসা থেকে উঠে পড়লেন এবং আমার দিকে হেঁটে এসে দরজার কাছে আমার সামনে এসে বসে পড়লেন এবং আমার হাটুর উপর তার দুই হাত রেখে বললেন ঃ

হে যিয়াদ! সুখে থাক

তুমি তোমার এই জুব্বা দ্বারাই উষ্ণতা লাভ করছো এবং আমাদের চেয়ে সুখেই আছো।

তখন আমার পরনে একটি পশমী জুব্বা ছিল।

অতঃপর খলীফা আমাকে এক এক করে মদীনার সবলোকদের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন

তিনি এমন কাউকে বাদ দেননি যার কথা তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেননি। অতঃপর তিনি আমাকে এমন কতগুলো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, মদীনার শাসক থাকাকালীন যেগুলোর সম্পর্কে তিনি আমাকে আদেশ করেছিলেন।

আমি তার সব কথার জবাব দিলাম।

সব শুনে তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন ঃ

হে যিয়াদ! তুমি কি ভেবে দেখেছো, উমর কেন বিপদে পড়েছে?

আমি বললাম ঃ এতেই আমি আপনার মঙ্গল ও উত্তম প্রতিদান কামনা করি।

তিনি বললেন ঃ তুমি যা কামনা করছো তা অনেক দূরে

তিনি কেঁদে ফেলেন। তাঁর জন্য আমার মায়া হল।

আমি বললাম ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি নিজের প্রতি সদয় হোন। আমি আপনার জন্য মঙ্গল কামনা করছি।

খলীফা বললেন ঃ যিয়াদ! তুমি যা কামনা করছো তা অনেক দূরে।

এখন আমি মানুষকে গালমন্দ করতে পারি, কিন্তু আমাকে গালমন্দ

করার কেউ নেই

আমি লোকদের কষ্ট দিতে পারি, কিন্তু আমাকে কষ্ট দেয়ার কেউ নেই...

অতঃপর তিনি আবার কাঁদতে আরম্ভ করেন। তার কান্না দেখে তার জন্য আমার দুঃখ হতে লাগল।

তাঁর কাছে আমি তিনদিন অবস্থান করি এবং আমার মনিব যে জন্য আমাকে তার কাছে পাঠিয়েছেন তা সমাধা করি।

যখন আমি তাঁর কাছ থেকে ফিরে আসার ইচ্ছা করি, তিনি আমার মনিবকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লিখে আমার হাতে দিলেন। যাতে তিনি তাঁর কাছে আমাকে বিক্রি করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।

তার পর তার বালিশের নীচ থেকে বিশটি দীনার বের করে বললেন ঃ

এ দীনার দ্বারা তুমি তোমার দুনিয়ার কাজে সহায়তা নিও।

আর যদি খেরাজের সম্পদে তোমার কোন অধিকার থাকতো তাহলে অবশ্যই তা আদায় করে দিতাম।

আমি তার দেয়া দীনার নিতে অস্বীকৃতি জানালাম।

খলীফা বললেন ঃ নাও! এগুলো মুসলমানদের সম্পদ থেকে দিচ্ছি না। এগুলো আমার ভাতা থেকে দিচ্ছি।

তবুও আমি তা নিতে আপত্তি করলাম। কিন্তু তারপরও তিনি বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন। তাই আমি তা নিলাম এবং চলে আসলাম।

অতঃপর আমি মদীনায় পৌঁছলাম, এবং আমীরুল মুমিনীনের দেয়া চিঠি আমি আমার মনিবকে দিলাম। তিনি তা খুলে পড়ে বললেন ঃ

খলীফা আমার কাছ থেকে তোমাকে কিনতে চেয়েছেন, যাতে তিনি তোমাকে আযাদ করে দিতে পারেন।

সুতরাং আমি কেন তোমার আযাদকারী হব না ?

অতঃপর আমার মনিব আমাকে আযাদ করে দিলেন

* * *

সমাপ্ত

তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবনকাহিনী

আলোর মিছিল চতুর্থ খণ্ড

মূল ঃ ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা (রহ.)
অনুবাদ ঃ মাওলানা আসাদুজ্জামান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৮৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

প্রকাশকাল
রমযান ১৪২৭ হিজরী
সেপ্টেম্বর ২০০৬ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

ISBN 984-8291-40-7

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
[মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান]
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র

Alor Michil Vol-4
By Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha (Rh.)
Translated by Maulana Asaduzzaman
Price Tk. 60.00 U.S. $ 3.00 only

'আলোর মিছিল'-তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন

হ্যাঁ, আলোর মিছিল'ই বটে,
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াততো পুরোপুরিই আলো, আবার তাঁর ঈমানী শিক্ষা যার দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি আর তাঁদের মাধ্যমে তাবেঈগণ জীবন আলোকিত করেছিলেন, সেটাও ছিলো এক সমুজ্জল আলো। সুতরাং আঁধার এই পৃথিবীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ ছিলেন যথার্থই সমুজ্জল আলোর মিছিল।

আলোর মিছিল গ্রন্থখানি তাবেঈদের জীবন-চরিতমূলক একটি শ্রেষ্ঠ রচনা, যার ছত্রে ছত্রে রয়েছে হিদায়াতের আলো। এতে রয়েছে বিখ্যাত তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত চমৎকার জীবন কাহিনীর দ্যুতিময় উপস্থাপনা। আলোর মিছিল তার পাঠককে শোনায় তাঁদের তাকওয়া-পরহেযগারী, সংযম-সাধনা ও নিষ্ঠার শ্লোগান। প্রতিটি জীবনই বিবৃত করে তাঁদের মৃত্যুর স্মরণ, মানবকল্যাণ ও অপূর্ব আত্মত্যাগপূর্ণ পবিত্র জীবনের জয়গান। আলোর মিছিলের প্রতিটি কাহিনীই পাঠক হৃদয়ে রেখে যায় জীবন গঠন ও আত্ম উন্নয়নের এক দীপ্ত আহ্বান।

মহান ব্যক্তিদের জীবন কাহিনী পড়তে যারা ভালবাসেন, আলোর মিছিল তাদের সেই ভালবাসাকে নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে দেবে আরো বহুগুণ। এমনকি যারা জীবন কাহিনী পড়তে অপছন্দ করেন 'আলোর মিছিল' তাদেরও অপছন্দ হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সবশেষে বলি- দ্বীন ইসলামও একটি আলো যারা সে আলোকে পছন্দ করেন কিংবা যারা মুসলমান হয়েও ক্ষণিকের মোহে সে আলো থেকে সরে আছেন দূরে-অন্ধকারে, সকলের কাছেই আমন্ত্রণ রইলো আসুন শামিল হই 'আলোর মিছিলে'।

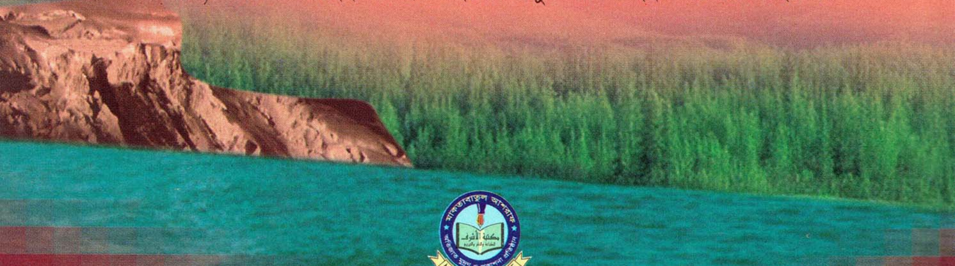

MAKTABATUL-ASHRAF

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫